৯ম সংখ্যা

বিদ্যাসাগরের
দ্বিশত জন্মজয়ন্তী

মিলন মেলা
ও প্রদর্শণী-২০১৯

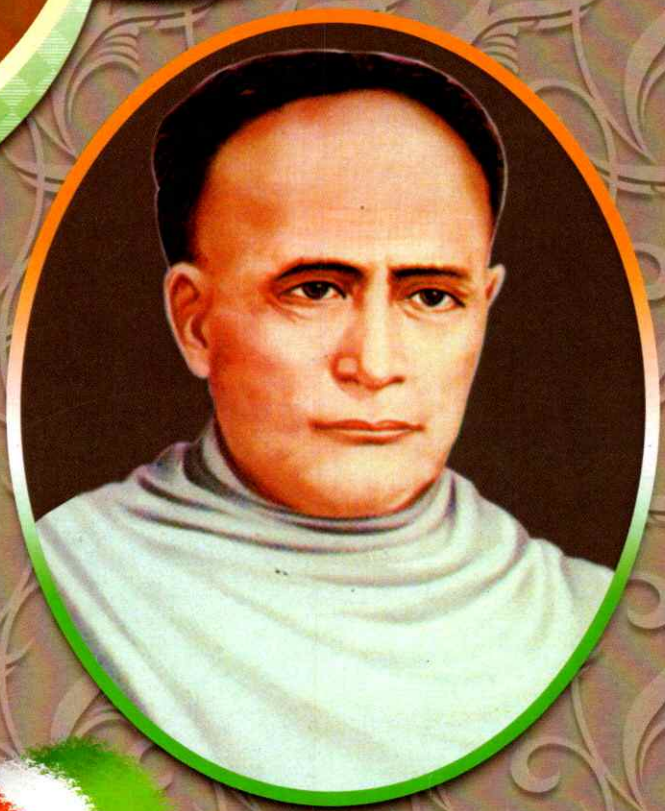

পরিচালনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

(একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা)

Regd. No.-S0186757 of 2011-2012

তেঠিবাড়ী ঃঃ কিসমত বাজকুল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

E-mail : bajkulunitedforum@gmail.com

www.bajkulunitedforum.com

BAJKUL UNITED FORUM
ESTD.- 2011
KISMAT BAJKUL ★ PURBA MEDINIPUR

Platinum Jubilee Year

(15.12.2019 –14.12.2020)

Celebrating 75th Year in Bankin Business

স্বমহিমায় সকল শ্রেণীর মানুষকে সাথে নিয়ে

গৌরবময় ৭৫ বছরে

কন্টাই কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরাভাষ ঃ (03220) 255023, 255180, 255536

ফ্যাক্স ঃ (03220) 259292, 254189

ই-মেল ঃ ho@ccbl.in website : http://www.ccbl.in

শ্রী পার্থপ্রতিম পতি
সম্পাদক

শ্রী চিন্তামণি মণ্ডল
সহ-সভাপতি

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
সভাপতি
মাননীয় মন্ত্রী (পরিবহন, জলসম্পদ উন্নয়ন ও সেচ দপ্তর) পঃ বঃ সরকার

शिशिर कुमार अधिकारी
SISIR KUMAR ADHIKARI

सत्यमेव जयते

संसद सदस्य (लोक सभा)
MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)

M E S S A G E

Our identity is that we are social beings, brethren of an area. But our relation demands renewal and refreshing through social meets and get-togethers. ***Bajkul United Forum****, Tethibari, Kismat Bajkul, Purba Medinipur is aware of this need, and therefore it organizes* ***"Bajkul Milan Mela-O-Pradarshani"*** *in winter to herald a better morrow with renewed fervor and intimacy. This year they are going to offer the people a bouquet of mind-blowing programs including philanthropic activities like Blood Donation Camps, Health Check-up Camps.*

Hope the fair will spread warmth of fraternity and aroma of intimacy.

16.12.2011

(Sisir Kumar Adhikari)

To
Shri Rabin Chandan Mondal,
Secretary,
Bajkul United Forum,
Kismat Bajkul, Purba Medinipur.

NEW DELHI : 15, Windsor Place, New Delhi-110001 Ph. No. : 011-2378-2544
CONTAI : Karkuli, Contai, Purba Medinipur, W.B. Ph. No. : 03220-255599, 03220-256031
Mobile No. : +91-9434039494, +91-9650080251 E-mail : sisiradhikari76@yahoo.com

শুভেন্দু অধিকারী
Suvendu Adhikari
शुभेन्दु अधिकारी

MINISTER IN CHARGE TRANSPORT DEPARTMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Paribahan Bhawan (1st Floor), 12, R.N Mukherjee Road, Kolkata - 700 001
Phone : (033) 2262 5402/2262 5403 (Telefax)
Email : adhikarisuvenduwb1@gmail.com

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES INVESTIGATION AND DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Khadya Bhavan (5th Floor), 11A, Mirza Ghalib Street, Block A, Kolkata - 700 087
Phone : (033) 2252 0023, Fax : (033) 2252 0559
&
DEPARTMENT OF IRRIGATION AND WATERWAYS
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Jalasampad Bhawan (1st Floor), Block : DF, Sector 1, Salt Lake, Kolkata - 700 091
Phone : (033) 2321 5103, Fax : (033) 2321 5104

Dated, the ....

D.O. No. ....

M E S S A G E

***Bajkul United Forum**, Tethibari, Kismat Bajkul, Purba Medinipur organizes **"Bajkul Milan Mela-O-Pradarshani"** to spread brotherhood among the people every year the winter. Wish this year's venture will be a kaleidoscopic success.*

With warm greetings to the orginisers and visitors.

(Suvendu Adhikari)

To
Shri Rabin Chandan Mondal,
Secretary,
Bajkul United Forum,
Kismat Bajkul, Purba Medinipur.

[Shri Partha Ghosh]

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DISTRICT MAGISTRATE & COLLECTOR
PURBA MEDINIPUR
TAMRALIPTA
PIN - 721636
PHONE : (03228) 263098
FAX : (03228) 263500
e-mail : dmpurb@gmail.com
dmpurb-wb@nic.in

D.O. No. ......Nil................ Dated, the ....

MESSAGE

It gives me immense pleasure to know that Bajkul United Forum is going to observe an auspicious "Bajkul Milan Mela O Pradarsani on and from 12th December to 23rd December 2019 at Bajkul Milani Mahavidyalaya Campus, Bajkul and a colourful souvenir is going to be published on this auspicious occasion.

I convey my best wishes to all the members of Bajkul United Forum and wish all success to the festival.

(Shri Partha Ghosh)

To
Secretary
Bajkul United Forum
Tethibari, Kismat Bajkul,
Dist. - Purba Medinipur.

Debabrata Das
Sabhadhipati
Purba Medinipur Zilla Parishad

দেবব্রত দাস
সভাধিপতি
পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদ

Ref. No. ..... *Date* .....

Message

It gives me very pleasure to learn that ***Bajkul United Forum Tethibari,*** *is going to organize the auspicious "Bajkul Milan Mela O Pradarsani" on and form 12th to 23rd December, 2019 at Bajkul Milani Mahavidyalaya campus, Bajkul Purba Medinipur through their arrangement of cultural & social programmes and also publish a souvenir which is no doubt praise-worthy.*

I wish the grand success of all programmes and congratulate to all the organizers.

With best wishes,

28.11.19

(Debabrata Das)
Sabhadhipati
Purba Medinipur Zilla Parishad

To
The Secretary
Bajkul United Forum
Tethibari:: Kismat Bajkul,Purba Medinipur

Ganapatinagar ☆ Uttar Sonamui ☆ Tamralipta ☆ Purba Medinipur ☆ 721648 ☆ West Bengal
গণপতিনগর ☆ উত্তর সোনামুই ☆ তাম্রলিপ্ত ☆ পূর্ব মেদিনীপুর ☆ ৭২১৬৪৮ ☆ পশ্চিমবঙ্গ
Phone : (03228) - 262662 / 72 / 77 / 78 (Off.), Fax : (03228) - 262673
Mob. : 9800878044, Email : svdzppurbamdn@gmail.com

দিব্যেন্দু অধিকারী
DIBYENDU ADHIKARI

सत्यमेव जयते

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)
NEW DELHI : 69, South Avenue, New Delhi- 110011
Ph. No. : 011-23017348
TAMLUK : Barpadumbasan, Tamluk, Purba Medinipur
(W.B.) Ph. No. : 03228-267314
CONTAI : Karkuli, Contai, Purba Medinipur
(W.B.) Ph. No. : 03220-259053
Mobile No. : +91-9434005207
E-mail : dibyendu.adhikari2?@yahoo.com

D.O.No. .....

Dated, the .....

MESSAGE

***Bajkul United Forum**, Tethibari, Kismat Bajkul, Purba Medinipur organizes **"Bajkul Milan Mela-O-Pradarshani"** every yearin winter to spread the fragrance of intimacy and brotherhood among the people.During the spell of their fair they organize philanthropic activities like Blood Donation Camps, Health Check-up Camps to set an example before others.*

Hope the fair will strengthen the cultural and social bond of the people.

Dibyendu
16/12/19
(Dibyendu Adhikari)

To
Shri Rabin Chandan Mondal,
Secretary,
Bajkul United Forum,
Kismat Bajkul, Purba Medinipur.

শোক তর্পণ

স্মৃতির পাতায় রইল যাঁরা

দেশ-বিদেশের যে সকল মহান জ্ঞানী-গুণি মানুষ অমৃতলোকে গমন করেছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

দেশরক্ষার কাজে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক হানাহানি, পথ দূর্ঘটনায় যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের প্রতি গভীর শোক প্রকাশসহ তাদের পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

স্মরণকরি সেই সমস্ত বরণ্যে সহৃদয় ব্যক্তিবর্গকে যাঁরা স্বদেশসাধক, স্বাধীনতা-সংগ্রামী, সমাজসেবী, রাজনীতিবিদ, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতশিল্পী, চিত্রতারকা, খেলোয়াড় অমৃতলোকে পাড়ি দিয়েছেন।

সর্বোপরি, সকল প্রয়াত মহৎপ্রাণের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনায়-

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম-এর
৯ম বর্ষ মিলন মেলার
সকল সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ

সভাপতির কলমে...

আধুনিক বঙ্গ-সংস্কৃতির আঙ্গিনায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। আর তারই অংশ হিসাবে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি কিছুটা আমোদ-প্রমোদ, বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান করে থাকে। মানুষ সামাজিক জীব হিসাবে সেগুলি উপভোগ ও আস্বাদন করতে ভালোবাসে। মনুষ্য জীবনের আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলার বহু বর্ণময় বৈচিত্র্য। যা মহৎ বা সুন্দর সেই সামাজিক সংস্কৃতিকে তার বিকাশ ও নান্দনিকতায় আমাদের প্রয়োজনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমাদের জনজীবনে আশ্চর্য প্রকাশ হল মেলা ও উৎসব। এগুলির মধ্যে উদার মানবিক আবেদন এবং লোকায়ত সমন্বয় সাধন লক্ষ্য করা যায়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ও হিন্দু-মুসলীম, বৌদ্ধ-জৈন-খ্রীস্টান জনগোষ্ঠীর মিলিত প্রয়াসে গড়ে উঠতে দেখা যায় এই মেলা ও উৎসব।

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম বিগত আট বছর ধরে নানান মানবিক কার্যকলাপের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। পরিবেশ সচেতনতা থেকে, দরিদ্র -নারায়ণের সেবাকার্য থেকে, রক্তদান এর মতো মহৎ কার্য গুলোকে পাথেয় করে সুস্থ -সংস্কৃতির স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। ২০১৯, নবম বর্ষেও বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম তার ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে আগামী দিনের জন্য বাঁচিয়ে বা টিকিয়ে রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তথা অঙ্গীকারবদ্ধ। তাই 'সবে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ'- এই সুন্দর ঐক্যের বার্তাকে পাথেয় করে সকলের মিলিত প্রয়াসে একটি সুন্দর সুস্থ-সংস্কৃতির ছাপ বহন করে চলুক আমাদের ফোরাম, এই শুভ প্রয়াসে সবারে করি আহ্বান।

অর্দ্ধেন্দু মাইতি
সভাপতি
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

সম্পাদকের কলমে...

বাজকুল ইউনাটেড ফোরাম সরকারী রেজিষ্ট্রীকৃত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। দীর্ঘ অষ্টম বছর অতিক্রান্ত করে নবম বর্ষে পদাপর্ণ করল আমাদের সংস্থা। দীর্ঘ আট বছর ধরে সংস্থা তার স্বমহিমায় সমস্ত সামাজিক কার্যকলাপের সাথে একাত্ম। বিশেষ করে সুস্থ সংস্কৃতির আঙ্গিনায় মিলন মেলা, খেলাধূলা, শরীরচর্চা, পরিবেশ সচেতনতা, সবুজ প্রকল্পের রূপায়ণ, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্যে সর্বোপরি মানুষের জীবনের প্রয়োজনে রক্তদান শিবিরের মতো নানান মানবিক কার্য করে থাকে সারাবছর ব্যাপী। এর ফলে আঞ্চলিক স্তরে ফোরাম যে মিলন মেলা ও উৎসব আয়োজন করে থাকে তা মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনাকে পরিশীলিত করে। কারণ 'মেলা' মানেই মিলন। সর্বধর্মের মানুষের মিলন, চিন্তা-চেতনার মিলন, পরিশীলিত রুচি সংস্কৃতির মিলন, লোকসংস্কৃতির মিলন, লোকশিল্পের মিলন।

গতানুগতিকতার জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার অন্যতম পরিবেশ হল মেলা ও উৎসব। এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন নতুন সৃজনশীল প্রতিভাকে বিকশিত করে মিলন মেলা। তাই বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসাবে আঞ্চলিকস্তরে তার মানবিক কার্যগুলো সম্পাদন করে চলেছে সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও সহযোগিতায়। সংস্থার সকল সদস্য ও সদস্যা সহ এলাকাবাসীর সার্বিক সহযোগিতায় এই মিলন মেলা ও সংস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এই প্রত্যাশা রাখি।।

রবীন চন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে...

মেলার মধ্যে মিলনের চিরন্তন প্রতিচ্ছবি সর্বদাই পরিলক্ষিত। মানুষ নিজেকে দেখতে পায় মিলন-প্রাঙ্গণে এসে। উপলব্ধি করে এক শাশ্বত সত্যকে। মানুষে মানুষে সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়। গ্রাম-বাংলার উদার, নিসর্গ পটভূমিকায় যে মিলন মেলা- এতে শুধু মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই নয়, এ হলো অতীত ইতিহাস ঐতিহ্য ও পরম্পরার সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন।

শিশির শয্যায় যে হেমন্তের বিদায়, তারই কোমল অঙ্গে হিমেল বাতাসের একরাশ দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভরাশীতের অভ্যুদয়ে প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসে বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের নিরলস উদ্যোগে আয়োজিত -'মিলন মেলা' হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে নবমবর্ষে পদার্পন করেছে। চিত্তাকর্ষী সাংস্কৃতিক আবহ ও মনোরম বিচিত্রানুষ্ঠান রূপে -রঙে-রসে ও বৈভবে উত্তরোত্তর মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে।

এই পত্রিকায় যাঁরা তাদের কালি-কলম-মন-এর সংযোগ ঘটিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। পত্রিকাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যেসমস্ত সহৃদয় ব্যক্তি বিজ্ঞাপন ও আর্থিক আনুকূল্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের প্রতি বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম চিরকৃতজ্ঞ। সর্বোপরি, পত্রিকাটি বর্ণ সংস্থাপন ও দ্রুত প্রকাশের ক্ষেত্রে মোনালিসা ডি.টি.পি. সেন্টার-এর কর্ণধার সুখেন্দু মাইতিকেও অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিবর্গকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়, সহযোগিতায় ও শুভাগমনে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও মেলা প্রাঙ্গণ সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে গড়ে উঠুক-এই প্রত্যাশা করি।

স্বরাজ কুমার করণ
পত্রিকা সম্পাদক
বাজকুল ইউনাইটেড ফোরাম

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

Hero

আর. এম. এন্টারপ্রাইজ

তেঠিবাড়ী • কিসমত বাজকুল

Ph.-03220274774 / 7407347474 / 9932607574

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

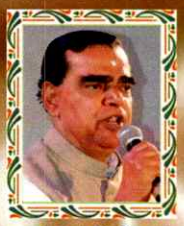
অর্দ্ধেন্দু মাইতি(বিধায়ক)
সভাপতি

শংকর কুমার প্রধান
সহ-সভাপতি

রবীনচন্দ্র মণ্ডল
সম্পাদক

শম্ভুবরণ হুতাইত
সহ-সম্পাদক

চন্দন নাজির
কোষাধ্যক্ষ

অরুণ কুমার দাস

বিজন সামন্ত

সুমিত বেরা

শক্তিপদ দাস

রামকৃষ্ণ মণ্ডল

মানস কুমার বেরা

স্বরাজ করণ

সুবিনয় মাইতি

নির্মলেন্দু দাস

চন্দন কর

ডঃ নিথররঞ্জন মধু

নাড়ুগোপাল মান্না

ডঃ পীযুষকান্তি দন্তপাট

বাবলু মণ্ডল

শান্তনু কর

রাজকমল দাস

অচিন্ত্য শাসমল

গণেশ দাস

শুকদেব শীট

ডাঃ পিকাশপ্রীতম মাইতি

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

স্বর্ণকমল দাস

রবি নাজির

সুখেন্দু মাইতি

দেবকমল দাস

তপন দাস

কল্যাণ মাইতি

ননীগোপাল মাঝি

ডঃ দীপাঞ্জন রায়

মোহন খালুয়া

নান্টু প্রধান

রঞ্জন ভুঞ্যা

অরুণ গিরি

ডঃ আশীষ দে

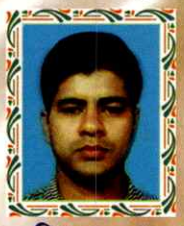
দিবাকর দাস

দীপেশ দাস

কৃষ্ণেন্দু সিন্‌হা

সৌমেন গিরি

সন্দীপ প্রধান

তরুণ কুইতি

তন্ময় দাস

সঞ্জীব বাড়ুই

গোবিন্দ সামন্ত

অধ্যাপক গোবিন্দপ্রসাদ কর

মানস কবি

দেবাশীষ দাস

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

সন্তু নাজির

ভক্তিপদ দাস

সন্তোষ সামন্ত

নয়ন নাজির

দেবশংকর ভূঞ্যা

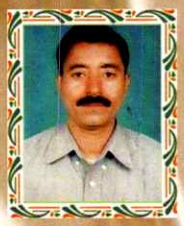
অভিজিৎ দাস

স্বপন মণ্ডল

চন্দনদাস অধিকারী

মানিক কর

চন্দন মালী

সুদীপ প্রধান

বিশ্বজিৎ বেরা

গুরুশঙ্কর মাল

গৌতম ঘোড়ই

সুদীপ্ত দাস

রাধানাথ দাস

দিপালী সামন্ত(সাহা)

সমীরণ মণ্ডল

কৌশিক মাইতি(বাবুন)

রামপদ সেন

প্রবীর সামন্ত

সুমন মাইতি

উত্তম মিদ্যা

শুভঙ্কর পাত্র

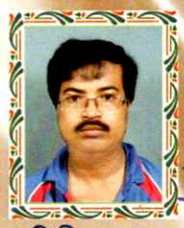
দিলীপ ভূঞ্যা

বাজকুল ইউনাইটেড ফোরামের সদস্যবৃন্দ

কেশব দাস | সমীর বেরা | নারায়ণ মাইতি | অভিজিত মণ্ডল | দেবব্রত পাল | গৌতম পাল | সমিত মণ্ডল

সঞ্জীব সামন্ত | অঞ্জন রায় | অজয় মাইতি | গোপাল বেরা | জয়দেব পাত্র | কৌশিক জানা | জয়দেব সাউ

অমিত রায় (পল্টু) | দীপঙ্কর দাস | দেবেশ্বর গিরি | আনন্দ প্রধান | অর্দ্ধেন্দু মাইতি (ভচা) | সুজিত মাইতি | সুজিত বেরা

সৌরভ গোস্বামী | নারায়ণচন্দ্র শীট | বানেশ্বর দাস | অতনু পণ্ডিত | তাপস দাস | সোমনাথ মাইতি | সুদীপ্ত ভূঞ্যা

ইন্দ্রনীল বিশ্বাস, স্বপন কুমার দাস, প্রলয় শঙ্কর চক্রবর্তী, শংকর নাজির, বিশ্বনাথ দোলই, নন্দন মণ্ডল, কৃষ্ণ দাস, রূপম পট্টনায়েক, কৌস্তভ মহাপাত্র, সেক জানে আলম আলী, অর্দ্ধেন্দু দত্ত, শংকর প্রসাদ সাউ, দীপাঞ্জন পাণিগ্রাহী, মুকুন্দ মণ্ডল, সুজস চিনি, সঞ্চয় গিরি, অভিজিত ভূঞ্যা, জয়দেব সাউ

HALDIA INSTITUTE OF HEALTH SCIENCES

(An Institute of ICARE)

Estd.-2003

ICARE Complex Hatiberia, Haldia, PIN-721657

E-mail : principalhiha@gmail.com

Phone : 03220-255968 / 255587 / 267165/Fax : 03224-255968

Recognised by

Directorate of Medical Education, Swasthya Bhawan, Govt. of West Bengal,
Department of Higher Education, Bikash Bhawan, Govt. of West Bengal
UGC Under 2 (f)
MHRD, Govt. of India

Sl. No.	Course	Affiliated by	Duration	Eligibility
1.	Bachelor of Physiotherapy (BPT)	WBUHS	41/2 years	10+2(P+C+B)
2.	Bachelor of Medical Laboratory Technology (BMLT)	VU	31/2 years	10+2(P+C+B)
3.	B.Sc. Nutrition (H)	VU	3 years	10+2(C+B) 10+2(B+N)
4.	M.Sc. MLT (Microbiology)	WBUHS	2 years	BMLT, B.Sc. in Microbiology
5.	M.Sc. MLT (Bio-Chemistry)	WBUHS	2 years	BMLT B.Sc. in Biochemistry
6.	MPT (Orthopedics)	WBUHS	2 years	BPT
7.	MPT (Neurology)	WBUHS	2 years	BPT.
8.	Master in Hospital Administration (MHA)	WBUHS	2 years	Graduate in Any Stream
9.	M.Sc. in Applied Nutrition	WBUHS	2 years	B.Sc. Nutrition
10.	Diploma in Radiography (Diagnosis)	SMF	21/2 years	10+2 (P+C+B)
11.	Diploma in Operation Theater Technology	SMF	21/2 years	10+2 (P+C+B)
12.	M.Sc. MLT (Phathology & Blood Transfusion)	WBUHS	2 years	BMLT, B.Sc. (H) Physiology
13.	B.Sc. Physician Assistant	WBUHS	3 years	10+2 (P+C+B)

VU-Vidyasagar University, **WBUGH**-The West Bengal University Health Sciences,
SMF- State Medical Faculty,
P-Physics, **B**-Biology, **C**-Chemistry, **N**-Nutrition.

For Admission
9733684544 / 9641717084
www.hihshaldia.in

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতির

২০১৯-২০-এর কাজের বিবরণ

১০০ দিনের কাজ ঃ

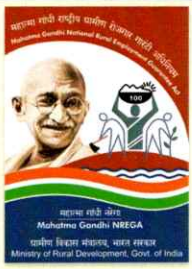

- ২০১৯-২০ আর্থিক বছরে ১১৫০৩টি পরিবার কাজ পেয়েছে, ৩,৬১,৩৩২টি শ্রম দিবস তৈরী হয়েছে। গড় শ্রম দিবস ৩১. ৪১দিন। ১৮৪টি পরিবার ১০০দিন কাজ সম্পূর্ণ করেছে
  ১৭.৪২ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

বাংলার আবাস যোজনা ঃ

- ৫৮৫০টি পরিবার ঘর পেয়েছেন। ৩২.৭৫ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

কন্যাশ্রী ঃ

- কে-১ উপভোক্তা-৬৫০৯
- কে-২ উপভোক্তা-১৩৪৯

রূপশ্রী ঃ

- আজ অবধি ৪৫০ জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন।

মানবিক ঃ

- আজ অবধি ৭৭৮জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন।

সবুজশ্রী

- আজ অবধি ৯৪৪১জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন।

সবুজসাথী ঃ

- ৩১৩৮জন উপভোক্তা উপকৃত হয়েছেন।

সমব্যাথী ঃ

- আজ অবধি ৫১০টি পরিবার উপকৃত হয়েছেন।

নির্মল ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি ধরে রাখতে আমরা বদ্ধ পরিকর।

প্রণব কুমার মাইতি
সভাপতি
ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

শ্রী পঙ্কজ কোনার
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
ভগবানপুর-১ উন্নয়ন ব্লক

প্রত্যাশা

● *মানসী জানা, প্রধান শিক্ষিকা*
তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

কাব্যজগতে আমরা হব
রবীন্দ্র থেকে নজরুল।
দুর্বার বেগে এগিয়ে যাব
মানব না ঝোড়ো বুলবুল।।
নোবেল জগতে হবই আমরা
অভিজিৎ থেকে ইউনুস।
জড় চেতনাকে রাঙাব আমরা
ভাঙব মিথ্যা ফানুস।।
ক্রীড়াজগতে আমরা হব
সৌরভ থেকে আজাহার।
বিজয়কেতন উড়াব আমরা
কুসংস্কার সব হবে ছারখার।।
হতে চাই মোরা অনেক কিছুই
বড়দের ও মনে প্রত্যাশা তাই।
সার্থক হবে সবই তখন
যদি বিদ্যাসাগরের মত সংস্কারক পাই।।

মায়ের মমতা

● *প্রকাশ তামলী*

আয়রে মানিক, আয়রে সোনা বলে
যেদিন তোমায় আর কেউ ডাকবে না,
বুঝবে সেদিন বুঝবে তুমি
কতটা আপন ছিল মা।।
সকাল থেকে সন্ধ্যেবেলা খেলবে
তুমি আর কেউ কোনদিন বকবে না,
স্কুল থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি-
হলেও কেউ আর অপেক্ষা করবে না।।
কত বিনিদ্র রাত কাটাবে তুমি
কেউ আর ঘুম পাড়াবে না,
তোমায় ছোট্টবেলার মতো
কেউ আর আদর করবে না।।
যেদিনের পর থেকে কোনদিন
কেউ আর খোকা বলে ডাকবে না,
বুঝবে সেদিন তুমি বুঝবে
কতটা ভালোবাসতো মা,
সেই মায়ের সাথে কারোর
হয় না তুলনা।

যমুনা

■ শেখর পাল

যমুনা ভাদ্রের জলোচ্ছ্বাসে পাকা তাল হয়ে
পড়তে চাই তোমার বুকে
তোমার হৃদয় বীণার দোদুল্য কোলাহলে আমি,
ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তুমি নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায়
কিন্তু কোন কিছু না ভেবে
কত আনন্দ নতুন কোন কিছু সৃষ্টি হবে
তোমার প্রেমের উথালি ঢেউয়ে
দেহের ঘাম সোঁদা গন্ধ বয়ে নিয়ে যাবে একদিন
আসলকে খুঁজে পাবে
একদিন যাকে খুঁজতে দু'হাত বাড়িয়ে
তোমার আসনে বসাতে
সে আজ তোমার শুধু তোমার জন্য
সে সত্য কে গোপন করেছিল
তোমাকে পাওয়ার জন্য
সৎ উপায়ে সত্যের জয়ে
তোমার উপযুক্ত পাত্র হতে
সে দিন তুমি চিৎকার করে বলে উঠবে
যমুনার বুকে জমে থাকা সকল ঘৃণা
আবর্জনার স্তূপ সঁপে দিলাম
সবার সম্মুখে সাগরের বুকে
পার যদি প্রতিবাদ কর
জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিশেষ
সমাজ আমাকে বিদায় দাও
সাগরে যাই মিশে।

বেঙ্গলি মিডিয়াম

● *সৌম্যপ্রভা*

সপ্তাহে ছয়দিন বাংলার ক্লাস;
ব্যাকরণে ভুল হলে চড় ঠাস ঠাস।
কোনোদিন বলিনি "জানা গানা মানা"
প্রেয়ার ছিল না মোদের ছিল প্রার্থনা।
তাই বলে ভেবোনা ইংরিজি শিখিনি!
বাকিদের মতো শুধু সাহেবটা সাজিনি।
আজও মনে পড়ে যায় সেই ইংলিশ স্যারদের;
Voice আর narration ক্লাসগুলো আমাদের।
চুরমুর ঘুগনি রঙ কত পেপসির-
টিফিনের খেলাতে কাঁচ ভাঙে শার্সির।
স্কুলটাকে দেখে আজও মনে মনে বললাম-
"বেঁচে থাকো চিরদিন বেঙ্গলি মিডিয়াম"

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

বাসুদেববেড়িয়া ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

উদবাদাল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের লক্ষ্য-

মা-মাটি মানুষের জন্য শান্তি, সুশাসন ও উন্নয়ন

এখন পর্যন্ত যা করতে পেরেছি

১) গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সকলের জন্য পানীয় জলের সু-ব্যবস্থা।
২) প্রতিটি মৌজার প্রতিটি বাড়ীতে বিদ্যুতায়ন-এর সু-ব্যবস্থা।
৩) মহাত্মাগান্ধী জাতীয় কর্মসংস্থান সু-নিশ্চিত করণ প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ রাস্তার সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের বাস্তব রূপায়ন। পুকুর ও জলাশয় সংস্কারের মাধ্যমে "জল ধরো জল ভরো"-এর বাস্তবায়ন। জব কার্ডধারী পরিবারের কর্মসংস্থান সু-নিশ্চিত করা।
৪) প্রত্যেক মৌজায় কংক্রীটের রাস্তা তৈরী করেছি।
৫) বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড-ডে-মিলের সুষ্ঠ রূপায়ন।
৬) প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো উন্নয়নের ব্যবস্থা।
৭) ইন্দিরা আবাস যোজনায় গরীব মানুষের বাসগৃহ নির্মাণ।
৮) রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্যবীমা যোজনার মাধ্যমে গরীব মানুষের সু-স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা।
৯) বয়স্ক মানুষদের জন্য বার্ধক্যভাতা ও বিধবা মা-বোনেদের জন্য বিধবা ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা।
১০) অ-সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রদান।
১১) ভূমিহীন অভিষ্যনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে আম আদমি বীমা যোজনার বাস্তব রূপায়ন।
১২) কৃষকদের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ধান, সার ও ঔষধ প্রদানের ব্যবস্থা।
১৩) কৃষকদের জন্য কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা।
১৪) গ্রুপের মাধ্যমে আনন্দ ধারা প্রকল্পের সম্যক রূপায়ন।

আসুন সবাই মিলে গান্ধীজীর স্বপ্নের পঞ্চায়েতীরাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুন্দর ভারত গড়ে তুলি।

শ্রী দীপঙ্কর খাটুয়া
উপ-প্রধান

শ্রী রাজকুমার কয়াল
প্রধান

বাসুদেববেড়িয়া ৮নং গ্রাম পঞ্চায়েত

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

মহম্মদপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রাম-নিমকবাড় ঃঃ পোস্ট- ইলাশপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কৃষ্ণচন্দ্র বেরা
উপ-প্রধান

নন্দিতা মণ্ডল
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

চিঠি

■ অঞ্জলি সামন্ত দাস, প্রধান শিক্ষিকা,
রামকৃষ্ণ আশ্রম স্কুল

দিবস্, আমি তো ভালো নেই,
তুমি ভালো আছো তো?
কি করে তোমায় জানাবো
কোন ঠিকানায় চিঠি দেব!
এখানে, এখনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজ,
চাপা কান্না ঘরে ঘরে
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত গুলি
প্রতিবাদ করতে করতে শিথিল।
প্রেম নেই, গান নেই, বিশ্বাস নেই।
নেইর তালিকা বড় দীর্ঘ।
রেষা-রেষির ভীড়ে, শুধু আমি নয়।
আরো অনেকে বিষন্ন ক্লান্ত।
শুধুই হীম শীতল বায়ুর দাপাদাপী
বসন্ত বুঝি শতাব্দীর ওপারে।
ক্ষমতার আস্ফালন আর পাহাড় প্রমাণ লোভ
এখানে কেউ আর স্বপ্ন দেখেনা
আশায় আশায় বুক বাঁধে না
প্রতিনিয়ত আতঙ্ক, অস্থিরতার হানাদারি।
আনাচে কানাচে অলিতে গলিতে
জমাট গভীর অন্ধকার-
সত্যের বীজ বোনার সাহস অস্তমিত।

স্কুল জীবন

■ অমৃতা মাইতি (দ্বিতীয় শ্রেণি)
তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

যখন আর্মি ভর্ত্তি হলাম
মা সারদা স্কুলে,
তখন ছিলাম খুবই ছোট
পড়তাম মন খুলে।
পড়তে পড়তে দিন চলে যায়
শিখেছি অনেক কিছু,
উঁচু ক্লাসে উঠি যত
চাপ ছাড়ে না পিছু
উচ্চশিক্ষার জন্য মোরা
সবাই যাবো চলে,
তাই বলে কি স্কুল জীবনের
স্মৃতি যাবো ভুলে?

তথাগত

■ মলয় পাহাড়ী, শিক্ষক,
কশাড়িয়া হাইস্কুল

গৃধ্রকূট পাহাড়ে সঙ্গীদের নিয়ে কঠোর তপস্যা করেছি
কাঁটার শয্যা পেতে শুয়েছি রাতভর
গাছের ছালমাত্র জড়িয়ে ঠায় দাঁড়িয়েছি রোদ্দুরে
শ্যামাক ঘাস, গোবর খেয়ে, তবু জানতে
চেয়েছি জগতে দুঃখের কারণ।
ত্যাগের কৈলাস ছুঁতে
ত্রিপর্ণা, দ্বিপর্ণা, একপর্ণাও প্রায় অলৌকিক
অপর্ণা জন্মের মতো, একটি মাত্র
তিলের দানা খেয়ে খুঁজেছি মোক্ষ।
কৃষ শরীর যখন গিরগিটির মত শুকনো ও খসখসে
নৈরঞ্জনা নদীর ঘাটে সুজাতা এলেন একদিন
সেই সাধারণ গ্রাম্য বধুর শীতল পল্লবে ঢাকা আঁখিতে
সযত্নে সঞ্চিত ছিল চির প্রশান্তি, নিরঙ্কুশ স্নেহ।
সে মুহূর্তেই আমি বোধিত্ব প্রাপ্তির পথ পেলাম
শুরু হল বাটিভর্তি পরমান্নের জন্য অপেক্ষা।

দেবী সারদামনি

■ মহুয়া জানা, শিক্ষিকা,
চিঙ্গুরদুনিয়া মডেল হাইস্কুল

রামচন্দ্র মুখুজ্জে ধামে, জয়রামবাটী গ্রামে
জনম লভিলে মাগো দেবী সারদামনি,
বয়ে যায় আলোক বন্যা, সংসারের জ্যেষ্ঠ কন্যা
সারদা রূপিনী মাগো, কল্যান দায়িনী
১২৬০ সাল পোষ মাসের শীতকাল
ধরায় আসিলে মাগো দেবী সারদামনি
সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, ছড়ালে আলোর জ্যোতি।
আর্বিভূতা হলে মাগো ভুবন মোহিনী।
তব দয়া দান তাতে, বিনা লোভে বিনা স্বার্থে,
পবিত্রতার আধার তুমি মা জননী।
রামকৃষ্ণ তব স্বামী, পরমহংস অন্তর্যামী
তার পত্নী মাগো তুমি দেবী সারদামনি
মানুষকে ভালোবেসে, আপন গুণের বশে,
স্বামী দেবতার পাশে পাতিলে মা নিজ আসনখানি।

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

মাধবপুর শুভেচ্ছা সার্ভিস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

নিবন্ধীকৃত নং-কন্ট, তাং-১৮/০৮/২০১৫

মাধবপুর ঃঃ ভূপতিনগর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

ক্ষুদ্র সঞ্চয়ই আমাদের মূল উদ্দেশ্য

আমাদের পরিষেবা-

- সভ্যকর্তৃক (ON GOING)
- সেভিংস
- রেকারিং
- দৈনিক সঞ্চয়
- ফিক্সড ডিপোজিট গ্রহণ
- নতুন মহিলা স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও বিবিধ
- পরিষেবা প্রদান সভ্যকেন্দ্রিক সমস্ত ধরণের লোন পরিষেবা প্রদান (PROPOSED)

বিঃ দ্রঃ-সমস্ত পরিষেবাই অফলাইন কম্পিউটারাইজড দ্বারা পরিচালিত

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

M-9732768646
9593400628

সারদা খেলাঘর

এখানে জিম ও খেলার সমস্ত সরঞ্জাম, রাজনৈতিক দলের পতাকা,
ক্যারাম বোর্ড, ফ্লেক্স বোর্ড, ব্যাজ, রাবার স্ট্যাম্প ইত্যাদি
খুচরা ও পাইকারী পাওয়া যায়।

প্রোঃ- অজয় কুমার মাইতি

রামকৃষ্ণগঞ্জ বাজার ঃঃ কালিকাখালি ঃঃ মঠ-চণ্ডীপুর
পূর্ব মেদিনীপুর

ফণী আসে ধেয়ে

● শোভনা সামন্ত
সহ-শিক্ষিকা, তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

ফণী আসে ফণা তুলে
করে ফোঁসফোঁস
যতই এগিয়ে আসে
বাড়ে তার রোষ।
ঘরবাড়ি পথঘাট
উড়ে যায় সৃষ্টি
তবুও ফুঁসছে ফণী
নাই কোনদিকে দৃষ্টি।
সমাজের জঞ্জাল
মানুষের কঙ্কাল
সব কিছু সাফ হলে
হবে তার তুষ্টি।
উড়ে যায় বইখাতা
উড়ে যায় সিলেবাস
কি করে শেষ হবে বই
নেই কোন আশ্বাস।
বন্ধ হোল যে স্কুল
বন্ধ হোল যে পড়া
সারাদিন হুটোপুটি
নেই নিয়মের বেড়া।
সমাজের দাদা দিদি
বড়ো মাথা নেতারা,
হুটহাট ডিসিশান
নিয়ো নাকো তোমরা।
এতে ক্ষতি যে হয়
'পরমানন্দদের-
যতই উচ্ছন্নে যায়
ততকি আনন্দের?
একবার খুলে দেখো
বিবেকের খাতাটা
ঠিকঠাক হচ্ছে কি-
নিজেদের ইচ্ছেটা?
তাই বলি খোকাখুকু
নিও নাকো টেনশান,
নিজেরাই পড়ে ফেল
হবে মুস্কিল আসান।।

জল বাঁচাও

● অরিত্রি মাল (চতুর্থ শ্রেণি)
তেঠিবাড়ী সারদা শিশু বিদ্যামন্দির

মানুষ আজ আছে সুখে
শুধু নিজের কথাই ভাবে।
কেমন হবে ভবিষ্যৎটা
জল যদি না থাকে?
জীবের জন্ম হতোই না আজ
জল যদি না থাকতো।
আজও কী ভাববো না মোরা
জলের গুরুত্ব।
ভাবতে হবে ভাবাতে হবে
সময় বড়ই কম।
জল ধরবো, জল বাঁচাব
সঞ্চয়ে বাঁচবে জীবন।

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

কল্যাবেড়িয়া ঃঃ চড়াবাড় ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন-৭২১৬২৬

এলাকার জনসাধারণের স্বার্থে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়ায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ

আমাদের পঞ্চায়েতের লক্ষ্য ঃ

১। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও পরিক্ষিত পানীয় জলের যোগান প্রতিটি মানুষের জন্য সুনিশ্চিত করা।

২। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।

৩। প্রতিটি পরিবারকে ১০০ দিনের কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত করা।

৪। অসংগঠিত শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি ও ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের ভবিষ্যনিধি প্রকল্প রূপায়ণের উদ্যোগ নেওয়া।

৫। বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের দ্বারা সর্বস্তরে চাকুরীর সংস্থান সহ আর্থিক উপার্জনের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি।

৬। সমগ্র এলাকায় সামাজিক বনসৃজন ও গ্রাম পঞ্চায়েতটি নির্মল পঞ্চায়েত সম্মান অটুট রাখার জন্য গ্রাম উন্নয়ন কমিটি দ্বারা পরিচর্যা ও তরল ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ সংরক্ষণ করে পঞ্চায়েতের দূষণ মুক্ত রাখার ব্যবস্থা।

৭। প্রকল্পের মাধ্যমে এলাকায় রাস্তা-ঘাট উন্নয়ণ ও ব্যক্তিগত পুকুর সংস্কারের মাধ্যমে এলাকার স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এবং সাধারণ মানুষের পরিষেবা দেওয়া।

৮। প্রাতিষ্ঠানিক স্বশক্তিকরণ অঞ্চল হিসাবে অগ্রগণ্য।

৯। ৮০ শতাংশ ঢালাই রাস্তা নির্মাণ হয়েছে বাকী পরিকল্পনা চলছে।

১০। S. H. G. মায়ের জন্য স্বনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকারের চিন্তাভাবনা অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রস্তুতি করণ।

১১। সরকারী হাসপাতাল যাহাতে হয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ চলছে।

মৌসুমি ভুঞ্যা	দীপঙ্কর বিশ্বাস	মৃগাঙ্ক শেখর দাস
উপ-প্রধান,	*সচিব,*	*প্রধান,*
কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত	কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত	কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত

কোটবাড় গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সদস্য / সদস্যা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহপ্রথা একটি অসম্পূর্ণ বিতর্ক

■ *গোবিন্দ প্রসাদ কর*
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর উষালগ্ন থেকে বিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন পর্যন্ত দীর্ঘ দুইশত বৎসর বিশ্বইতিহাসে ও ভারতীয় ইতিহাসে নানান সাহিত্যিক, দার্শনিক, মনীষি, ইতিহাসবিদ, বৈজ্ঞানিক, রাষ্ট্রনায়ক, সমাজসংস্কারক প্রমুখের আবির্ভাব ঘটেছে। ভারতীয় ইতিহাসে ঐতিহাসিক পট পরিবর্তনে ও যুগজাগরনে ইতিহাস ও সাহিত্য হয়ে উঠেছে সত্যনিষ্ঠ, বস্তুনিষ্ঠ ও সুসমাদৃত। কারণ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনাধীন ভারতবর্ষের প্রারম্ভিক পর্ব থেকে আমরা ভারতবর্ষকে আধুনিক যুগ হিসেবে চিন্তা করি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতীয় ইতিহাসে তথা সাহিত্য জগতে যিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রামটি পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (১৮২০, ২৬শে সেপ্টেম্বর)। তাঁর আবির্ভাবকালে বীরসিংহ গ্রামটি বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেলার সীমানা বিন্যাসের প্রয়োজনে ১৮৭২ খ্রীঃ বীরসিংহ গ্রামটি অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আবার ২০০২ সালে ১লা জানুয়ারী থেকে জেলাটি দ্বিখন্ডিত হয়ে পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর নামে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে গ্রামটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত। বীরসিংহ গ্রামটি মোটেই সমৃদ্ধ ছিল না। পরিবারের কোন ভূ-সম্পত্তি ছিল না। ফলে গ্রাম দেশে, অসহনীয় দারিদ্রের মধ্যে দিনাতিপাত করতে হয়েছিল বিদ্যাসাগরের বাবা ঠাকুরদাসকে। মূলতঃ দুর্গাদেবীর প্রেরণা ও উপায়হীনতার কারনে ঠাকুরদাসকে ১৮০৬-১৮০৭ সাল নাগাদ, কেজো ইংরেজীর দৌলতে কোলকাতায় অতিসামান্য চাকরীতে জীবন নির্ব্বাহ করতে হতো। রামজয় তর্কভূষণ ও ঠাকুরদাস উভয়েই ছিলেন 'দরিদ্র অথচ ভদ্রলোক'। তাঁর শ্রেণিহীন অবস্থান পূর্বাপর আদ্র ভূমিনির্ভর ছিল না। এমনকি অর্থনৈতিক অবস্থান হেতু মধ্যবিত্ত বলেও চিহ্নিত করা যায় না। বস্তুগত বিচারে বিদ্যাসাগরের সামাজিক স্তরাভিশিক্ত ছিল না। এই রূপ সামাজিক পরিমণ্ডলে বিদ্যাসাগরের জীবন শুরু হলেও পরবর্তীকালে তিনি হয়ে উঠেছিলেন একজন আধুনিক মনস্ক সমাজ সংস্কারক।।

বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব বাঙালীর ভাবজগতের একটি বড় বিপ্লব এনেদিয়েছিলেন। বাংলায় আধুনিক সমাজ গঠনের প্রথম ঋত্বিক যদি রামমোহন রায়কে ধরি তাহলে তার প্রকৃত উত্তরসূরী ছিলেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর সমগ্রজীবন সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন ধারায় প্রবাহমান ছিল। বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার কার্যগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ কাজগুলি ছিল- অসম্পূর্ণ বিতর্কমূলক। আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তু বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ প্রথা একটি অসম্পূর্ণ বিতর্ক। এই আলোচ্য বিষয়টি সামাজিক ইতিহাস ও সাহিত্যকে বিশেষভাবে বিশ্লেষণাত্মক করে তুলেছে। এখন তার কয়েকটি দিক নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করছি। রাজা আদিসুর থেকে রাজা বল্লালসেন কৌলিন্য প্রথার প্রচলন ক্রমান্বয়িক। বল্লালসেন কর্তৃক কৌলিন্য মর্যাদা স্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিদ্যালোপ ও আচারভ্রংশতার নিবারণ। তিনি বিবেচনা করেছিলেন, আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সদগুণের সবিশেষ পুরস্কার দিলে অবশ্যই সেইসব গুণের রক্ষা বিষয়ে তাঁরা যত্নবান হবেন।

এরূপ প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য মর্যাদা স্থাপনের দিন স্থির করে ব্রাহ্মণদের নিত্যক্রিয়া শেষ করে রাজসভায় উপস্থিত হতে আদেশ দেন। ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন প্রহরে বিশেষ করে দেড় প্রহরে, আড়াই প্রহরে এসে উপস্থিত হন। দেড় প্রহরে উপস্থিত যাঁরা হয়েছিলেন তাঁদেরকে ক্ষত্রিয় বলা হয়। যাঁরা একপ্রহরের সময় উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা গৌণ কুলীন এবং যাঁরা আড়াই প্রহরে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁরা কৌলিন্য মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছিলেন। -এর তাৎপর্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করতে অধিক সময় ব্যয় হয় সুতরং যাঁরা আড়াই প্রহরের সময় এসেছিলেন-এর দ্বারা রাজা ঐ ব্যক্তিদের সদাচারপুত বলে গণ্য করেন এজন্য তাঁদের প্রধান মর্যাদা প্রদান করেন। দেড় প্রহরের সময় আগতেরা আচারাংশে অপেক্ষাকৃত নূন্য ছিলেন এজন্য অপেক্ষাকৃত নূন্য মর্যাদাপ্রাপ্ত হন। আর এক প্রহরের সময় আগতেরা আচারভ্রষ্ট বলে অবধারিত হন। এজন্য রাজা ঐ ব্যক্তিদের হেয় জ্ঞান করে অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বলে পরিগণিত করেন।-এইভাবে কৌলিন্য মর্যাদা ব্যবস্থাপিত হয়।

লক্ষণসেনের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণদের মধ্যে কুলিন পরিবারের সংখ্যায় বৃদ্ধি ঘটে এবং এই সময়েই কুলিন পরিবারগুলির বিবাহের নিয়মাবলী রচিত হয়। কিন্তু সমস্যাটা হল যে, কৌলিন্য বজায় রাখতে গেলে বহু রকমের নিয়মকে প্রতিনিয়ত অনুসরণ করা ছিল বাধ্যতামূলক, এর ফলে সমস্যা জটিল হয় শুরু হয় দলাদলি। কোন পরিবার নৈকষ্য এবং কোনটি ভঙ্গ-এসব ছিল সমস্যার উৎস যা উনবিংশ শতকের বাংলাতেও বজায় ছিল। বংশগত পরিচয়ের মূল্য হল অসীম এবং সেই পরিচয় প্রকট হত নানা কুলজী গ্রন্থে। কুলজী গ্রন্থকে কেউ কুলশাস্ত্র বলতেন এবং কোন ব্যক্তি তার পারিবারিক পরিচয় যাচাই করতে এই গ্রন্থই ছিল একমাত্র মাপকাঠি। পরবর্তী পর্যায়ে কৌলিন্য প্রথায় নানান বেনো জল প্রবেশ করায় পুনরায় সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। দেবীবর ঘটক কুলীনদের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ ঘটিয়ে তাদের প্রত্যেকটিকে মেল বলে অভিহিত করা হয়। এমন মোট ৬৬ মেল-এর বাইরে বিবাহ সিদ্ধ নয়। অর্থাৎ প্রথমে কৌলিন্য এবং তারপর মেল যাচাই করে একটি কন্যাকে তার পিতা পাত্রস্থ করার অধিকার পেত। কুলীন পুরুষের কাছে বিবাহ হল একটা পেশা। সামাজিক সংস্কার এমনই ছিল যে, কোনও অবিবাহিতা কন্যা গৃহে থাকলে তা অমঙ্গলের লক্ষণ। নিজ কুল রক্ষার্থে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা কন্যাকে মরণাপন্ন বৃদ্ধের সঙ্গেও বিবাহ দিতে বাধ্য হত। এইভাবে যুগ-যুগ ধরে বাঙালী হিন্দুসমাজে নারীকে এক ভোগ্যপন্য বাতিল বস্তুর খাতায় জমা করার ব্যবস্থা চলে আসছিল। বহুবিবাহের কারণে একজন পুরুষকে যেমন বহু নারী সম্ভোগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল তেমনি ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার আর্থিক সংগতির এইভাবে হিন্দুসমাজে বিশেষত উচ্চবর্ণের সমাজে নৈতিকতার লেশমাত্র ছিল না এবং নারীকে শিক্ষাদান করার মতো কোনও ব্যবস্থা ছিল না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যানে উনবিংশ শতাব্দীর উষালগ্ন থেকে ভারতীয়দের কাছে পাশ্চাত্যের দর্শন বিজ্ঞান, প্রযুক্তির বিষয়গুলো সামনে এল তখন দেখা গেল পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের মধ্যে সামজিক বৈষম্য বিন্দুমাত্র নেই। তাই নারীকে সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে পুরুষের বহুবিবাহ বন্ধ হওয়া খুবই জরুরী। কুলীন ব্রাহ্মণদের এক একজনের কুড়িটি পত্নী ছিল খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। ঐ সমস্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলে একযোগে ঐ সমস্ত মেয়েদের জীবনে নেমে আসত বৈধব্য দশা। বহুক্ষেত্রে সদ্য কিশোরীরাও বৈধব্যের শিকার হত। নারীদের এই অসীম দুর্গতি ও দুর্দশা প্রতিবিধানের জন্য

সমাজ সংস্কারের জন্য পথে নামেন পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।।

ইংরেজ মিশনারী ও সদ্যশিক্ষিত যুবকরা যা করতে পারেনি বিদ্যাসাগর একক উদ্যোগে তা করার ব্যবস্থা করেছিলেন বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ রদ করবার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট ২৭.১২.১৮৫৫ খ্রীঃ প্রথম আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু এই আবেদন পত্র নিস্ফলা হয়।

এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয়বার ০১.০২.১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। এই আবেদন পত্রে অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণের মধ্যে তারানাথ তর্কবাচস্পতিও স্বাক্ষর করেছিলেন। তার তখন মত ছিল যে বহুবিবাহ অতি অনিষ্ট কারক ও কু-প্রথা -এর শ্রীঘ্রই অবসান হওয়া বান্ধনীয়। ১৮৭১ খ্রীঃ কলকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিনীসভার সভ্যগণ বহুবিবাহ নিবারণ কল্পে বিশেষ উদ্যোগী হয়ে প্রধান প্রধান স্মার্ত পন্ডিতের অভিমত গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হয়ত কিছু সাহায্য হতে পারে এই ভেবে বিদ্যাসাগর ১০.০৮.১৮৭১ তারিখে যে পুস্তক রচনা করেন তা হল যে,- "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদবিষয়ক বিচার"। এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পরে মুর্শিদাবাদ নিবাসী কবিরাজ গঙ্গাধর কবিরত্ন, বরিশাল-নিবাসী রাজকুমার ন্যায়রত্ন, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত পন্ডিত পুস্তক লিখে বিদ্যাসাগরের বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন যে, বহুবিবাহ, শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে। তারানাথ তর্কবাচস্পতির এই ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হন ও তাঁর সঙ্গে সম্মত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।। ১৮৭১ খ্রীঃ ১০ই আগষ্ট মাসে প্রকাশিত "বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব"- এ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন "বহুবিবাহ হিন্দু শাস্ত্র সমর্থিতা নয়। এই প্রথা অতিশয় অমানবিক"। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এখানে দু-জন বিদ্যাসাগরকে পাই (১) শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্যাসাগর, ২) মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগর জানতেন বহুবিবাহের কারণে বেশ্যাবৃত্তি ও নানাকদাচার বৃদ্ধি পায়। কুলীন বহুব্রিবাহ বিধবাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহুবিবাহ রদের সুপারিশ করেন। ১২৮০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে, 'বঙ্গমিহির' পত্রিকায় লেখা হয়, এদেশের মুসলমানদিগের সংখ্যা বিস্তার। বিদ্যাসাগর তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত বহুবিবাহ সম্বন্ধে কিছু এ পুস্তকে বলেন নাই। বলিবার আবশ্যক নাই, তাই বলেন নাই। কারণ এ পুস্তকে হিন্দুদিগের যচ্ছোপ্রবৃত্ত বহুবিবাহের অশাস্তীয়তা প্রামান করা তাঁহার উদ্দেশ্য। মুসলমানদিগের বহুবিবাহ নিবারণ চেষ্টা তাঁহাদেরই কর্তব্য"। তবে কি বহুবিবাহ রদ প্রশ্নে বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র 'হিন্দুফ্রেম' বেছে নিয়েছিলেন? 'বেসরকারী সমাজ' যদি তার বর্গক্ষেত্র হয়, তবে বিদ্যাসাগরীয় অশ্বমেধের ঘোড়া মুসলিম সমাজে হাজির হয়নি। প্র্যাগম্যাটিক বিদ্যাসাগর নিজের সীমাবদ্ধতা জানতেন।।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে, বিদ্যাসাগরের অভিগমন 'হিন্দুত্বের দিকে নহে, সাম্প্রদায়িকতার দিকে নহে, বিদ্যাসাগর; বঙ্কিমের বিরূপ প্রতিবেদন সত্ত্বেও, মুসলমান বিরোধী নন'। আবার দেখা যায় যে বর্ধমান বাসকালে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী দরিদ্র মুসলিমগণকে আত্মীয় নির্বিশেষে যত্ন করিয়াছিলেন। (রবীন্দ্ররচনাবলী ২য় খন্ড, পৃ.৭৭)

উল্লেখ্য যে পরবর্তী কয়েকবছর পরেই ব্রাহ্মণদের আন্দোলনের কারণে সরকার বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ রদে কার্যকরী পদক্ষেপ নিয়েছিল। আর এর সমস্ত কিছুই ঘটেছিল বিদ্যাসাগরের প্রাথমিক উদ্যোগ ও পরিশ্রমের কারণে, মেদিনীপুরের পৃথিবী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ড. অমলেশ ত্রিপাঠী মতে,

বিদ্যাসাগর আদি ব্রাহ্মনচরিত্রের সঙ্গে মিশিয়ে ছিলেন আদি প্রোটেস্ট্যান্ট এক চরিত্র। শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর প্রকল্প ব্যক্তিত্ব এবং অনলস কর্মোদ্দম। তিনি ধর্ম নিয়ে কোন ও সময়ে উৎসাহী ছিলেন না। এমনকি স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারে নি। তিনি ব্যস্ত ছিলেন পার্থিব জগৎ নিয়ে। তিনি আরোও বলেন যে, একটু চেষ্টা করলেই বিদ্যাসাগর আদালতে বিপুল অর্থ উপার্জন করতে পারতেন। নরমপন্থী রাজনীতিক হলে তিনি মাধবগোবিন্দ রাণাডেকেও অতক্রম করতে পারতেন।

কিন্তু তিনি বেছে নিয়েছিলেন শিক্ষকতার জীবন ও তারই সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন সমাজ সংস্কারের কাজে। কোনটিতেও বিন্দুমাত্র ফাঁকি ছিল না এবং নিজের উপার্জন তথা একসময়ে নিজের জীবনকেও তিনি বাজি রেখেছিলেন এই দুই ব্রতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসে ও সাহিত্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা দর্শনের প্রভাব ও খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রভাবে সব মিলিয়ে প্রবাহমান ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরম্পরতা ও সনাতন ভারতীয় সমাজিক কাঠামোর শিকড়কে নাড়া দিয়েছিল। ফলে বাঙালীর তথা ভারতীয় জনমানসে এসেছিল স্মরণ, মনন, চিন্তনেও ভাবজগতে আধুনিকতার আস্ফালন। আর এই আধুনিকতার কান্ডারীরূপে যিনি তাঁর ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে অক্ষুন্ন রেখে বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তনে, মননে ও বাস্তব ব্যবহারিক জীবনে এর প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তিনি হলেন যুগপ্রবর্তক বিদ্যাসাগর। সমাজের নানান সামাজিক ব্যাধি ও কু-সংস্কারের মতো নানান ব্যাভিচার সমাজকে কলুষিত করে তুলেছিল, সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগকে আলোর দিশা দিতে বিদ্যাসাগরকে তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হয়েছিল। কট্টর, কঠিন সামাজি ন্যায়-নীতির ও ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে আঘাত হানতে বিদ্যাসাগরকে হতে হয়েছিল একঘরে, একপেশে ফলে জীবনের শেষ সন্ধিক্ষন পর্যন্ত তিনি তাঁর সমস্ত কার্যকে বাস্তবভিত্তির উপর দাঁড় করিয়েছিলেন। তাঁর বহুবিবাহ প্রথা রদ-এর মতো সামাজিক সংস্কার কাজকেও কঠিন অসম্পূর্ণ বিতর্কের মধ্যেও ঠেলে দিয়েছিল।

মানুষকে অন্যান্য জীব অপেক্ষা
উন্নত ও সর্বোত্তম বলে বর্ণনা
করা হয়েছে
এই দুটি কারণের জন্য
১. নিজের প্রতি উপলব্ধি বা সউপলব্ধি থেকে।
২. সঅনুভূতি থেকে
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

জয়তু সমবায়

মধুসূদনচক্ সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

মধুসূদনচক, পূর্ব মেদিনীপুর

আমাদের সমিতির অন্যতম বৈশিষ্ট

- রাজ্য সরকারের ঘোষিত প্রকল্পে রাজ্যের প্রান্তিক চাষীদের নিকট হইতে সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় করা হয়।
- সমবায়ের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী, মৎসজীবি ও মহিলাদের স্ব-সহায়ক দলকে সহজ কিস্তিতে ঋণদানের মাধ্যমে আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।
- সেভিংস অ্যাকাউন্ট, রেকারিং ডিপোজিট ও ফিক্সড ডিপোডিটের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশের ব্যবস্থা আছে।
- C.S.P পরিষেবা দেওয়া হয়।

আপনাদের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করি।

ডাঃ বিশেশ্বর মান্না	নির্মলেন্দু বেরা	সুজিত কুমার বেরা
সভাপতি	*ম্যানেজার*	*সম্পাদক*

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

সঠিক রোগ নির্ণয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

মাইতি প্যাথলজি
মা সারদা এক্স-রে ক্লিনিক এণ্ড ল্যাবরেটরী

বাজকুল (এগরা রোড) ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

কাজলাগড় হাসপিটালের সহিত সংযুক্ত

আমাদের পরিষেবা

● এক্স-রে (100mm) ● প্যাথলজি, ● কম্পিউটারাইজ্ ● E.C.G
● ডাঃ চেম্বার ● অর্থোপেডিক্স সামগ্রী ● ফিজিওথেরাপি
● রক্ত, মল, মূত্র, কফ প্রভৃতি পরীক্ষা করা হয়।

যাঁরা চেম্বার করছেন-

ডাঃ দেবাশিষ সামন্ত
D.L.O., D-Ortho, MS-Ortho (PGT)
নাক, কান, গলা ও অস্থি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জেন
প্রতি শনিবার ও রবিবার সকাল

ডাঃ আর. কে. মাজি
M.D.
যৌন ও চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ
প্রতি রবিবার সকাল ৮ টা থেকে

ডাঃ মোম সামন্ত
M.B.B.S. (Cal.)

ডিজিট্যাল এক্স-রে

এক নজরে

বিদ্যাসাগরের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

■ *স্বরাজ কুমার করণ,*
শিক্ষক, (পোড়াচিংড়া জি.এ. বিদ্যাপীঠ)

১৮২০, ২৬ শে সেপ্টেম্বর	ঃ বীরসিংহে জন্ম (১২ আশ্বিন ১২২৭, মঙ্গলবার)।
১৮২৯, ১ জুন	ঃ কলিকাতা গবর্মেন্ট সংস্কৃত কলেজ প্রবেশ।
১৮৩৪	ঃ দীনময়ী দেবীকে বিবাহ।
১৮৪১,৪ ডিসেম্বর	ঃ কলিকাতা গর্বমেন্ট সংস্কৃত কলেজে বার বৎসর পাঁচ মাস অধ্যায়নের পর কলেজের এবং অধ্যাপকবর্গের প্রশংসাপত্র লাভ।
২৯ ডিসেম্বর	ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রধান পন্ডিত।
১৮৪৬,৬ এপ্রিল	ঃ সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারি।
১৮৪৭	ঃ সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি প্রতিষ্ঠা।
এপ্রিল	ঃ প্রথম গ্রন্থ 'বেতালপঞ্চবিংশতি' প্রকাশ।
১৬ জুলাই	ঃ সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারির পদ থেকে বিদায় গ্রহণ।
১৮৪৯, ১ মার্চ	ঃ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ।
১৮৫০ অগস্ট	ঃ 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ।
৫ ডিসেম্বর	ঃ সংস্কৃত কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপক।
ডিসেম্বর	ঃ বীটন নারী-বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক।
১৮৫১,৫ জানুয়ারী	ঃ সাহিত্যের অধ্যাপক ও সংস্কৃত কলেজের অস্থায়ী সেক্রেটারী।
২২ জানুয়ারী	ঃ সংস্কৃত কলেজের পিন্সিপাল। (এই সময় থেকে কলেজের সেক্রেটারির পদ লুপ্ত হয়।)
৯ জুলাই	ঃ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া, সম্ভ্রান্ত কায়স্থ-সন্তানকে কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
২৬ শে জুলাই	ঃ অষ্টমি ও প্রতিপদের পরিবর্তে কেবল রবিবার সংস্কৃত কলেজ বন্ধ রাখবার রীতি প্রচলন।
ডিসেম্বর	ঃ যে কোন সক্রান্ত হিন্দু সন্তানকে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার দান।
১৮৫২,২৮ আগষ্ট	ঃ সংস্কৃত কলেজে প্রবেশার্থী ছাত্রদের দুই টাকা দক্ষিণা দেবার রীতি প্রচলন।
১৮৫৩	ঃ বীরসিংহে অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৫৪, জানুয়ারী	ঃ বোর্ড অব একজামিনার্সের সদস্য।
জুন	ঃ সংস্কৃত কলেজে ছাত্রদের মাসিক ১ টাকা বেতন গ্রহণের রীতি প্রচলন।
১৮৫৫, ১ মে	ঃ অধ্যক্ষ পদ ছাড়া দক্ষিণ-বাংলা স্কুল -ইন্‌স্পেক্টরের পদ। বেতন বৃদ্ধি-মাসিক ২০০ টাকা।
১৭ ই জুলাই	ঃ নর্মাল স্কুল স্থাপন ও অক্ষয়কুমার দত্তকে প্রধান শিক্ষকরূপে গ্রহণ।
আগস্ট-সেপেম্বর	ঃ নদীয়ায় পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।
আগস্ট-অক্টোবর	ঃ বর্ধমান পাঁচটি মডেল স্কুল স্থাপন।
আগস্ট-সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	ঃ হুগলীতে পাঁচটি মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা।
অক্টোবর-ডিসেম্বর	ঃ মেদিনীপুরে চারটি মডেল স্কুল স্থাপন।

৪ অক্টোবর ঃ বিধবাবিবাহ-বিধির জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।
২৭ ডিসেম্বর ঃ বহুবিবাহ রহিত করার জন্য সরকারের নিকট আবেদনপত্র।
১৮৫৬,১৪ জানুয়ারি ঃ মেদিনীপুরে আর একটি মডেল স্কুল স্থাপন।
১৬ জুলাই ঃ বিধবাবিবাহ-বিধি বিধিবদ্ধ হয়।
৭ ডিসেম্বর ঃ প্রথম বিধবা-বিবাহ। বর-প্রসিদ্ধ কথক রামধন তর্কবাগীশের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীশচন্দ বিদ্যারত্ন।
কন্যা-পলাশডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবাকন্যা কালীমতী।
১৮৫৭. নভেম্বর-ডিসেম্বর ঃ হুগলী জেলার সাতটি ও বর্ধমানে একটি বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৫৮, জানুয়ারি-মে ঃ হুগলী জেলায় আরও তেরটি, বর্ধমানে দশটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদীয়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক।
৩ নভেম্বর ঃ সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ।
১৫ নভেম্বর ঃ 'সোমপ্রকাশ' পত্র প্রকাশ।
১৮৫৯, ১ এপ্রিল ঃ কান্দি (মুর্শিদাবাদ) ইংরেজী- বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা।
মে ঃ তত্ত্ববোধিনী সভা রহিত হওয়ায় সম্পাদকের পদ ত্যাগ।
১৮৬১, এপ্রিল ঃ কলিকাতা ট্রেনিং স্কুলের সেক্রেটারি।
ডিসেম্বর ঃ 'হিন্দু পেট্রিয়টের'র পরিচালন ভার গ্রহণ।
১৮৬৩, নভেম্বর ঃ ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্টিটিউশনের পরিদর্শক।
১৮৬৪ ঃ 'কলিকাতা ট্রেনিং স্কুল' নামের পরিবর্তে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশন নামকরণ।
১৮৬৬,১ ফেব্রুয়ারি ঃ বহুবিবাহ রহিত করার জন্য দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় আবেদন পত্র।
১৮৭০, জানুয়ারি ঃ ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান-সভায় সহস্র মুদ্রাদান।
১৮৭১, ১২ এপ্রিল ঃ কাশীতে মাতার মৃত্যু।
১৮৭২, ১৫ জুন ঃ হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ডের ট্রাষ্টি।
১৮৭৩, জানুয়ারী ঃ মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন।
নভেম্বর ঃ মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শ্যামপুকুর শাখা।
১৮৭৫, ৩১ মে ঃ সম্পত্তির উইলকরণ।
১৮৭৬,২১ ফেব্রুয়ারী ঃ হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ডের ট্রাষ্টিপদ-ত্যাগ।
১২ এপ্রিল ঃ পিতা ঠাকুরদাসের কাশীলাভ। কলিকাতা বাদুড়বাগানের বাটী নির্মাণ।
১৮৭৭, এপ্রিল ঃ গোপাললাল ঠাকুরের বাড়ীতে বড়লোকের ছেলেদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা, -ছাত্রদের বেতন মাসিক ৫০/- টাকা।
১৮৮০, ১ জানুয়ারি ঃ সি. আই. ই উপাধি লাভ।
১৮৮৩ ঃ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত।
১৮৮৫ ঃ মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বউবাজার-শাখা স্থাপন।
১৮৮৭, জানুয়ারি ঃ শঙ্কর ঘোষের লেনে নবনির্মিত বাটীতে মেট্রোপলিটান কলেজের গৃহপ্রবেশ মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের বড়বাজার শাখা।
১৮৮৮, ১৩ আগস্ট ঃ পত্নী দীনময়ীর মৃত্যু।
১৮৯০, ১৪ এপ্রিল ঃ বীরসিংহে ভগবতী বিদ্যালয় স্থাপন।
১৮৯১, ২৯ জুলাই ঃ কলিকাতায় মৃত্যু। ১৩ই শ্রাবণ ১২৯৮ (রাত্রি প্রায় ২.০টা)

বাংশলতিকা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতৃবংশ
ভূবনেশ্বর (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যালঙ্কার
গ্রাম-বনমালীপুর, মহকুমা-আরামবাগ, জেলা-হুগলী

↓

রামজয় তর্কভূষণ

+

দুর্গাদেবী

↓

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

+

ভগবতী দেবী

↓

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
জন্ম-২৬.০৯.১৮২০, ১২ই আশ্বিন ১২২৭ বঙ্গাব্দ
বীরসিংহ, পশ্চিম মেদিনীপুর

+

দিনময়ী দেবী

↓

নারায়ণচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যারত্ন

+

ভবসুন্দরী দেবী

↓

প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃবংশ
সিদ্ধতান্ত্রিক রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়

+

গঙ্গামণি

↓

ভগবতী দেবী

+

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

↓

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

+

ভগবতী দেবী

↓

১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
২। দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন
৩। শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন
৪। হরচন্দ্র
৫। হরিশচন্দ্র
৬। ঈশানচন্দ্র
৭। শিবচন্দ্র
৮। মনোমোহিনী দেবী
৯। দিগম্বর দেবী
১০। মন্দাকিনী দেবী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

+

দিনময়ী দেবী

↓

১। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন
২। হেমলতা দেবী
৩। কুমুদিনী দেবী
৪। বিনোদিনী দেবী
৫। শরৎকুমারী দেবী

নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন

+

ভবসুন্দরী

↓

১। গোপাল
২। মৃণালিনী দেবী
৩। কুন্দমালা
৪। মতিমালা
৫। প্যারীমোহন

"শেষ প্রমান' (ছোট গল্প)

● *সহস্রাংশু দাস, শিক্ষক*
বাজকুল বলাইচন্দ্র বিদ্যাপীঠ (উঃ মাঃ)

শরতের শুভাগমণে আকাশ-বাতাশ শিউলি সৌরভে সুভাষিত। সরোবরে শতদল শোভিত। নদী চরে কাশফুল প্রস্ফুটিত। দিকে দিকে মা আনন্দময়ীর আগমনের আগমণীর সুর ধ্বণিত। আনন্দে আবেগে বাঙালি আপ্লুত। এই আনন্দ ঘন উৎসব প্রাক্কালে ড্রাইভার রকি সিং তার সাহেবকে নিয়ে ফিরছে কোলকাতার রাজপথে। লালবাতি এ্যামবাসাডার গতি ধীরে করে রকি ড্রাইভার সেলফোনটি বাড়িয়ে দিলেন সাহেবকে,

"মেম সাহেব কা ফোন"।

সাহেবের মনে পড়লো তিনি বিরক্ত হয়ে নিজের মোবাইল ফোনের সুইচটি বন্ধ রেখে ছিলেন। খোলার কথা খেয়াল হয়নি। কিন্তু বিরক্তের কারণটাই বা কি? সাহেবের একমাত্র মেয়ের জন্মদিনের উৎসবে অতিথি সমাগম হলেও সাহেবের বিলম্বে মেম সাহেবের ঘন ঘন তাড়া। যাক সে কথা-ড্রাইভারকে ফোনটি ফেরত দিয়ে নিজের মোবাইলটি বের করতে উদ্যত; পুনরায় বেজে উঠলো রকির মোবাইল। রকি এক হাতে স্টিয়ারিং আপর হাতে মোবাইল নিয়ে কথা বলতে শুরু করল "আভি রাস্তা পর হুঁ, থোরি দেরমে ঘর পৌঁচা যায়ে....."।

শেষ হলনা কথাটা তার আগেই সাট্টল ব্রেক। সাহেব মুখ থুবড়ে পড়লেন সামনের সিটে। ড্রাইভারের ডান হাত দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। সামনে কাঁচ ভেঙ্গে ছিটকে পড়লো সাহেবের চোখে মুখে। তড়িঘড়ি জলের বোতলটি বের করে চোখে ঝাপটা দিয়ে সাহেব দেখলেন এ্যমবাসাডরের সামনের দরজার ডানদিকে শুয়ে ড্রাইভার কাতরাচ্ছে। সাহেব নিজেই জলের ঝাপটা দিতে গেলে ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল,

"এক বুড্ডা আদমি, বেকুব, ইধার উধার যানেকে লিয়ে মাঝ পর খাড়া হোগায়ে"।

বক্তব্য শেষ হওয়ার আগেই ভেসে এলো ক্ষীণ কণ্ঠস্বর, "জ-ল-অ" সাহেব তাকিয়ে দেখেন এ্যামবাসাডারের সামনে দীর্ঘকায় অথচ জীর্নকায় ছেঁড়া নোংরা পোশাকে এক রক্তাক্ত বৃদ্ধ। কপাল ফেটে গলগল করে রক্ত বইছে বাঁধ ভাঙ্গা স্রোতের মতো। চোখ দুটো বন্ধ। নাক ও মুখ দিয়ে গজলা বইছে। সাহেব টাই খুলে কপালে পোট্টি বেঁধে দিলেন। কিন্তু রক্ত কোন বাধ মানতে চাইছে না। দ্রুত চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়ার চিন্তা মাথায় এলেও উপায় ছিল না। ড্রাইভার তখনও ডান হাত সোজা করতে পারেনি। বেগতিক দেখে সাহেব বহু কষ্টে রক্তাক্ত বৃদ্ধাকে কোলে করে সামনে সিটে তুললেন। ড্রাইভার আপনা আপনি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পেছনের সিটে উঠলেন। স্টিয়ারিং ধরলেন সাহেব। সামান্য গাড়িটি এগিয়েছে, তখন ড্রাইভার হাতের যন্ত্রণায় উত্তেজিত হয়ে বৃদ্ধের কাছে জানতে চাইলে কোলকাতার রাজপথে এই বয়সে একা কেন এসেছেন? বাড়িতে ছেলেপুলে কি দেখেনা? আরো অনেক প্রশ্ন, অনেক গালি। বৃদ্ধা চেষ্টা করেও পারলেন না উত্তর দিতে। ক্ষীণ কণ্ঠে শোনাগেল 'হাই কোর্টে'। রাস্তার মৃদু মন্দ বাতাসে বৃদ্ধে কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। বহুকষ্টে বৃদ্ধ জানলেন "২৬ বছর মামলা করে প্রমাণ করতে পারিনি আমি শিক্ষকতা করেছি! দেশ স্বাধীন করতে যতনা কষ্ট হয়েছে, স্বাধীনতার পর তার অনেক বেশি কষ্ট আমি পেয়েছি"।

মামলার ঘর পাল্টে আজ এসেছিল প্রধান বিচারপতি অরিন্দম সাহেবের ঘরে।

ড্রাইভার চেঁচিয়ে উঠে বললেন- 'উনিতো অরিন্দম সাহেব'।

বৃদ্ধ চোখ খুলবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পলকের মধ্যে চোখের পাতা বন্ধ হয়ে যায়। আবার ক্ষীন কণ্ঠে বৃদ্ধের বুলি ভেসে আসে,

"৪০ বছর মেদিনীপুরের পলাশডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়িয়েছি, মাঝে দুই বছর ব্রিটিশ বাহিনী জেলখানায় বিশ্রাম দিয়েছে। তাই আজও পেনশান পাইনি"।

ড্রাইভার পুনরায় চেঁচিয়ে বলে, "স্যার, আপকো গাঁতো মেদিনীপুরকা পলাশডাঙ্গা হে কী?"

সাহেব কথোপোকথনে অংশগ্রহণ করলেন না, সময় নষ্ট করছেন না। তবে স্পষ্ট বুঝতে পারছেন উনি তাঁর গাঁয়ের প্রাথমিক স্কুলের মাষ্টার মশাই এবং স্বাধীনতা সংগ্রামী ভুবনবাবু। কিন্তু কাগজ পত্রে কোন প্রমাণ নেই উনি শিক্ষকতা করেছেন।

তাই কেশটা ডিসমিস করে দিয়েছেন সাহেব নিজেই। এখন সাহেবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল আইনি লড়াইতে সব সত্য উদ্‌ঘাটন হয়না। ভুবনবাবু ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তার বড় প্রমাণ ঐ স্কুলের ছাত্র, আজকের কোলকাতার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি তিনি নিজেই অরিন্দম আচার্য্য।

এতক্ষণে পৌঁছে গেছেন কোলকাতার কাওয়নী নার্সিংহোমে। শ্রদ্ধায় গুরুদেবের চরণ স্পর্শ করে শিষ্য বললেন,

"আপনি পেনশান পাবেন, আমি আপনার ছাত্র অরিন্দম।"

বৃদ্ধ অতি কষ্টে মাথায় হাত বুলিয়ে কি যেন বলতে চাইলেন। কিন্তু বলার আগেই এক বড় ঝাঁকুনিতে সারা শরীরটা নড়ে উঠল।

এমারজেন্সিতে ঢুকিয়ে ডাক্তার বাবুকে অরিন্দমবাবুর বক্তব্য,

"খরচ নিয়ে চিন্তা করবেন না, উনাকে বাঁচাতেই হবে।"

ডাক্তারবাবু রোগী স্পর্শ করে বললেন,

"একস্ট্রিমলি সরি স্যার প্যাসেন্ট অলরেডি একস্পায়ার।"

বিনা মেঘে বজ্রপাত নেমে এলো অরিন্দম সাহেবের মাথায়। উনি এতদিন শিক্ষকতা করেছেন তা প্রমাণ করতে পারে নি তাঁর আদলত। উনি শিক্ষকতা করেছেন তার ছাত্র আজকের কোলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি অরিন্দম আচার্য্যই, শেষ প্রমান।

"আমি দেশাচারের নিত্যান্ত দাস নহি,
নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক
বোধ হইবে, তাহা করিব।
লোকের বা কুটুম্বের ভভেয কদাচ সংকুচিত হইব না।"

-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে বাঙালী সংস্কৃতি বনাম বাঙালী

● সেক তাবারক আলি
আংশিক সময়ের শিক্ষক, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

'সংস্কৃতি', এমন একটি বিষয় যার যথাযথ সংজ্ঞা আজও প্রায় মেলেনা বললেই চলে, সংস্কৃতির একটি মোটামুটি সংজ্ঞা অধ্যাপক টেলারের কাছে পাই 'জ্ঞান বিশ্বাস নৈতিকতা আইন প্রথা ইত্যাদি যাকিছু দক্ষতা ও অভ্যাস সমাজের সদস্য রূপে মানুষ আয়ত্ত করে সেই সবই তার কৃষ্টি বা সংস্কৃতির অন্তর্গত। এতেই আমরা বুঝতে পারছি সংস্কৃতির পরিধি বিশাল ও ব্যাপক যার ব্যাখা এক কথায় দেওয়া অসম্ভব। সহজেই বলা চলে মানুষের জীবন চর্চায় বৈচিত্রময় সমন্বিত রূপই হল সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি একটি জাতির পরিচায়ক, তার এই সংস্কৃতি দেখেই আমরা সহজে বুঝতে পারি তিনি ইংরেজ, তিনি পাঞ্জাবী, তিনি জার্মানী ও আমি বাঙালী। একটি সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সংস্কৃতির মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই সংস্কৃতির জন্য একটি জাতি টিকে থাকে। সভ্যতা পরিবর্তন হলেও সংস্কৃতি তেমন পরিবর্তন হয় না বলে সমাজ দার্শনিকগণ লক্ষ্য করেছেন। আমি এই নিবন্ধে দেখানোর চেষ্টা করেছি বহু জাতি সমন্বিত বাঙালী নামক বৃহৎ জাতি বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসেও নিজের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করেছে। তৎসঙ্গে নিজেদের টিকিয়ে রাখার জন্য সুকৌশলে সংস্কৃতি পরিবর্তন করেছে। তার অন্যতম প্রমান ২১শে ফেব্রুয়ারী। ভাষা আমাদের সংস্কৃতির অন্যতম অনুসঙ্গ। আধিপত্যবাদী গণ আমাদের এই সংস্কৃতির অধিকার হরণ করতে চেয়েছিল। বাঙালী তা মানে নি। আর মানেনি বলেই তো বরকত, রফিক, সালাম, জাব্বার বিসর্জন দিলেন তাদের প্রাণ। সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনে কিংবা মুক্তি আন্দোলনের নেপথ্য সংস্কৃতির ভূমিকাও কম নয়।

বহু সমালোচকদের মতে সংস্কৃতি নদীর মতো। নদী যেমন গতিপথ বদলায়, সংস্কৃতি ও তার গতি পথ বদলায়। আদি ও অকৃত্রিম বলে কিছুই নেই। শত বছরের আগের বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে আজকের বাঙালি সংস্কৃতির আকাশ পাতাল তফাৎ রয়েছে। বাঁচার ও নৈতিকতার তাগিদে পৃথিবীতে অভিযোজন করতে গিয়েই কৌশলে তার সংস্কৃতির পরিবর্তন করেছে। যেমন,

১) খাদ্যাভ্যাসঃ–বাঙালির খাদ্যভ্যাসের একটি নিজস্ব সংস্কৃতি রয়েছে। যেহেতু খাদ্যাভ্যাস সংস্কৃতির অন্তর্গত। ধান চাষ ও চাল উৎপাদন সংস্কৃতির অনুসঙ্গ প্রাচীন কালে মাছ ভাত ছিল অন্যতম খাদ্য, সাদা সরু সৌরভ চালের ভাত শাক, বেগুন, কুমড়া, ঝিঙা, কচু সমৃদ্ধ ছিল। অতিথি আপ্যায়নে ছিল সরবৎ, মুড়ি, খই, গুড়, পায়েস, দই, কর্পূর, মেশানো সুগন্ধী জল এবং আহারের শেষে সুপারী ও নানা মশলা যুক্ত পান প্রচলিত ছিল।

তবে প্রাচীন কাল থেকে শুটকি মাছের কদর বাঙালির ছিল বটে, শামুক, কাঁকড়া, বক, হাঁস, মুরগি, গরু ইত্যাদি মাংস কেউ খেতনা। আর ফলের তালিকায় ছিল কলা, আম, কাঁঠাল, বেল, নরিকেল ইত্যাদি।

দীর্ঘ শত বছরের এই ব্যবধানে বাঙালির খাদ্য সংস্কৃতিতে এসেছে আমূল পরিবর্তন। এখন অতিথি আপ্যায়নে থাকে বিস্কুট, চানাচুর, সিমাই ইত্যাদি। নিত্যকার খাদ্য হিসাবে মুরগীর মাংস তো রয়েছে চিংড়ি কাঁকড়া ছাড়া অতিথি আপ্যায়ন হয় না। কলকাতায় নয় চিনেমাটির কাঁচের বাসনে চেয়ার

টেবিলে বসিয়ে কাঁটা চামচ ধরিয়ে চলে অতিথি আপ্যায়ন। বিভিন্ন মিষ্টান্নের সঙ্গে বিরিয়ানী, কাবাব কোপ্তা, হালিম তো থাকে খাওয়ারের শেষে বহু জাতির বিদেশী কোম্পানির ঠান্ডা পানীয়ও রয়েছে।

২) পোশাক পরিচ্ছদ ঃ- বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজসজ্জার সংস্কৃতি তে আমূল পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বাঙালী পোশাকের পুরনো রূপ ছিল সেলাই বিহীন বস্ত্র-যা একটাই। ধনীদের ক্ষেত্রে একটি নিম্নাঙ্গে ও অন্যটি উর্দ্ধাঙ্গে ব্যবহার করত। এর অবশ্য একটি নামও ছিল পুরুষদের ক্ষেত্রে উত্তরীয়, মেয়েদের ক্ষেত্রে ওড়না। এই ওড়না প্রয়োজনে ঘোমটার কাজ করত। তবে নিম্নবৃত্তরা একটি পোশাক ব্যবহার করত। ইতিহাস পড়ে আমরা যা জানতে পারি বাঙালী কোন কালেই মাথায় কোনো আবরণ দেয়নি। তবে লম্বা বাবরী চুল ছিল, কোঁকড়া কোঁকড়া চুল কাঁধের উপর থোকায় থোকায় ঝুলত। কেউ আবার মাথার উপর প্যাঁচানো ঝুঁটি রাখত। বারাঙ্গনারা দেহে পাতলা কাপড় পরত। কানে পরত কচি তাল পাতার দুল। নারীরা হাতে দিতে শঙ্খের সাদা বালা। কানে কচি রিঠা ফলের দুল। ধনীদের জন্য ছিল রেশমের কাপড় এবং সাধারণ দরিদ্রের কপালে ছিলো মোটা ছিন্ন ও জীর্ণ কার্পাস কাপড়।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বাঙালির পোশাক পরিচ্ছদ ও সাজ সজ্জার বহু পরিবর্তন ঘটেছে। সেলাই বিহীন বস্ত্রের স্থাপন করেছে লুঙ্গি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রভাবে প্যান্ট শার্ট, টাই বাঙালিরা পরে। শাড়ী এখনোও পরে তবুও সালোয়ার কামিজ কুর্তি এগুলি প্রচলিত। এছাড়াও মুসলীম সংস্কৃতির প্রভাবে এলো টুপি, পাগড়ী, নারীরা বোরখা পরতে শুরু করে। ওড়না দিয়ে বুক ঢাকার পরিবর্তে এলো ব্লাউজ, ব্রা ইত্যাদি কানে কচি কলাপাতা দুলের বদলে এলো সোনার এবং এমিটেসানের নানা গয়না, মেহেন্দী পাতাকে বেটে হাতে লাগতে হয় না। এসেছে বহু কোম্পানীর প্যাকেট মেহেন্দি।

৩) বাঙালির খেলাধুলা ঃ- বাঙালির প্রাচীন খেলার মধ্যে ছিলো হা-ডুডু বা কবাডি। এছাড়া দাঁড়িয়া বান্ধা, গোল্লাছুট, নৌকা বাইচ, এলটিং বেলটিং, ঘুড়ি ওড়ানো, ষোলো গুটি, লাটিম, ডান্ডা গুলি, এবং ওপেনটি বাইস্কোপ, কিতকিত, ফুলনৌকা, পুতুল খেলা, পানিঝুম্পা, কানামাছি, গাইগোদানী, লুডু অতি গ্রামগঞ্জে এই খেলাগুলোর কিছু কিছু থাকলেও আজও বিলুপ্তির পথে।

এসবের বদলে আস্তে আস্তে প্রচলন ঘটতে শুরু করে ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, ভলি ইত্যাদি এখন তো গ্রাম গঞ্জে ঢুকে পড়েছে ইন্টার নেটের হাত ধরে ভি. ডি.ও. গেমস।

৪) বাঙালির বিনোদন ঃ- বাঙালির বিনোদনে ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে এক সময় যাত্রা দল দেখার হিড়িক পড়ত, সেই সঙ্গে বাক-কেন্দ্রিক, বস্তু-কেন্দ্রিক অঙ্গ ভঙ্গি কেন্দ্রিক, অঙ্কন কেন্দ্রিক লোক সংস্কৃতির বিচিত্র সহবস্থান ছিল। পুরুলিয়া ছৌ, নদিয়া ও চব্বিশ পরগণার পুতুল নাচের নাট্যশালা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বনবিবির পালা, নদীয়া-মুর্শিদাবাদ-বর্ধমান-বীরভূমের বোলান, এগুলি বিংশ শতকের প্রথমার্ধে থাকলেও আজ কিঞ্চিত হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া কবিগান পালাগান মধ্যযুগ মনসামঙ্গল চন্ডী মঙ্গল ইত্যাদি পালাগান বিলুপ্তির পথে। বাংলায় ইসলামী প্রভাবে জারি গান ইত্যাদি ও প্রায় শেষ হয়ে আসছে।

এর পরিবর্তন বর্তমানে ৯০-এর দশক থেকে জীবন কেন্দ্রীক বাংলা ব্যান্ড সঙ্গীত উদ্ভব হল। যার এখন জয় জয় কার। উদ্ভব হলো টি. ভি. সিরিয়াল-এর। বাড়ীর গৃহ বধূরা প্রাচীনকালে বা মধ্যযুগে যেমন কাজ গুছিয়ে যাত্রাপালা বা কবিগান দেখতে বসত, ঠিক তেমনই সময় করে পরিবারকে গুছিয়ে

সবাই এক রুমে সিরিয়াল দেখে। এসে গেছে বৈদ্যুতিক মাধ্যমের সাহায্যে বিভিন্ন রিয়েলিটি শো (দাদাগিরি, ডান্স বাংলা ডান্স, রোজগেরে গিন্নি, মীরাক্কেল)। হাস্যকৌতুকেও পরিবর্তন-এসেছে স্ট্যাডিং কমেডি এখন হয়। কার্টুন তো রয়েছেয়েই।

তবে যা বলার অপেক্ষা রাখে না তা হল বাঙালী ভাষায় সোশাল মিডিয়া (ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস-অ্যাপ) ও উপলব্ধ।

৫) বাঙালীর উৎসব ও আনন্দ ঃ- বারো মাসে তেরো পার্বনের দেশ ছিলো বাংলাদেশ যেখানে দুর্গা পূজা লক্ষ্মীপূজা সরস্বতী পূজা প্রচলিত বাঙালীদের প্রধান উৎসব। মুসলীম প্রবেশের ফলে মহরম, ইদ্‌লফেত্‌র, ইদুলআজহা, সবেবরাত ইত্যাদি ঢুকেছে।

কিন্তু সময়ের ব্যবধানে দুর্গাপূজা এবং দেবী বিসর্জনে ডি.জে.গান না বাজলে দেবী বিসর্জন হবে না। অন্য দিকে, যেখানে বাঁদর বালার ডুগাডুগি শুনলে যে মুসলমানদের প্রাশচিত্ করতে হয় ও মদ যেখানে নিষিদ্ধ, সেই মুসলিমগণ মদ খেয়ে, ডিজে গান বাজিয়ে মহরম পালন করেন। এগুলি এখন বাঙালী সংস্কৃতির অঙ্গ।

তাছাড়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে জড়িয়ে ভ্যালেন্টাইন ডে পালন, সরস্বতী পূজাকে বাঙালীর প্রেমদিবস বলে আখ্যায়িত করা, জন্মদিনে কেক কেটে পালন করা ইত্যাদিও বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে এখন পড়ে।

তবে বাঙালী সংস্কৃতির পরিবর্তন নিয়ে একটি নিবন্ধে বলা সম্ভব নয়। গ্রাম বাংলার রেখা চিত্র, বাঙালীর ইংরেজী আনা, জীবন মরণ সাহিত্য, হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক, উদ্বাস্তুত জনজীবন, রাজনৈতিক বৃত্ত, বাঙালীর সংবাদ মাধ্যমে, মহিলাদের সামাজিক হাল-বেহাল, বাঙালীর গান ও লোক সংস্কৃতি ধর্ম ভাবনা বাঙলা ভাষায় ভদ্রায়ণ, খেলাধূলা, দর্শন চিন্তা ইত্যাদি সবই সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে। এগুলি সবই আজ বিলুপ্ত হয়ে অন্য এক বাঙালী জাতিকে আবিষ্কার করছি আমরা। তবে এই নিবন্ধে আমি পূর্বেই বলেছি সংস্কৃতিকে অর্থাৎ ভাষাকে বাঁচাতে আত্মবলিদান দিয়েছে। আজ সেই বাঙালী বাংলা ভাষা বলতে ভুলেছে, আন্তর্জাতিক অভিযোজনের দরুন ইংরেজীকে বাংলায় মিশিয়ে ফেলেছে যেমন, 'বাট আমি যাবনা'। যাই হোক বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতি এই লড়াইয়ে বাঙালী জাতি একদিন হেরে যাবে না তো? সংস্কৃতির পরিবর্তনের দরুন বাঙালী জাতি মিশ্র বা ভিন্ন অনামধারি কিছু জাতিতে পরিণত হবে না তো?

হয়তো দেখা যাবে নাম শুধু রয়েছে বাঙালী আর সব কিছুই বিসর্জিত। এই প্রকার টানা পোড়েন বাঙালী দার্শনিকদের এগিয়ে এসে আরো বেশি করে ভাবার আবেদন করা অপরাধ মনে হবে না মনে হয়।

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি

কিসমত বাজকুল ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর ঃঃ পিন-৭২১৬৫৫

মিশন নির্মল বাংলা গঠনে আমাদের আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত। 'বাংলা আবাস' যোজনা প্রকল্পে ১০০ শতাংশ সফল করতে আমাদের অভিযান চলছে। আমাদের উদ্যোগ-পঞ্চায়েত এলাকাবাসীর মধ্যে স্বচ্ছ, সংবেদনশীল, সু-শাসন, প্রশাসন এবং আদর্শ গ্রাম পঞ্চায়েত উপহার দেওয়া। গ্রাম উন্নয়ন মূলক সকল সরকারী প্রকল্পগুলিকে গুরুত্ব সহকারে রূপায়ন ও বাস্তবায়ন। স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টির মাধ্যমে উন্নততর গ্রাম পঞ্চায়েত গড়তে আমরা সচেষ্ট। গ্রামীণ এলাকায় আরো বেশী বেশী কংক্রীট রাস্তা নির্মাণে জোর দেওয়া এবং গ্রামীণ রাস্তাগুলিকে সারা বছর ব্যবহারের উপযোগী করে গড়ে তোলা। কৃষির উন্নয়নে কৃষকদের স্বার্থ ও সেচের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা। প্রতিটি পরিবারে স্বাস্থ্য সম্মত সুলভ শৌচাগার, বিদ্যুৎ ও পরিশ্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করা। স্ব-সহায়ক দলগুলিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আরও শক্তিশালী করা ও তাদের আর্থিক উন্নতিসাধন। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব আরোপ। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, যুবশ্রী, রুপশ্রী, সবুজশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী ও মানবিক সহায়তা প্রকল্পে সঠিক মূল্যায়ন ও সুবিধা প্রদান। প্রতিটি পরিবারে ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প সুনিশ্চিত করা।

সুবলচন্দ্র সেন	অশোক কুমার দাস	শ্রীমতী পার্বতী বিজুলী মাইতি
উপ-প্রধান,	*নির্বাহী সহায়ক*	*প্রধান,*
গড়বাড়ী-১গ্রাম পঞ্চায়েত	গড়বাড়ী-১গ্রাম পঞ্চায়েত	গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

গড়বাড়ী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত সদস্য / সদস্যা ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য / সদস্যাবৃন্দ

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাজলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাজলাগড় ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

কমলাকান্ত কর
উপ-প্রধান

জয়ীতা জানা
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

বিজ্ঞান মনস্কতার বিকাশে সমস্যা এবং শিক্ষক সমাজের ভূমিকা

● *অনিরুদ্ধ চিন্ময়নবীশ*

খ্রীঃ পূঃ প্রায় ৩০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ বছর, আগে-বর্তমান মানুষের অর্থাৎ হোমো সেফিয়ানসের উদ্ভব, অন্য প্রাণীদের থেকে অন্যতম প্রাণী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সাহায্য করে ছিল ভাষার ব্যবহার এবং শ্রম মেধার সমন্বয়, আদিম সামাজিক জীবন শুরু হয় মূলতঃ খাদ্য সংগ্রহ ও বন্টনকে ভিত্তি করে তখন মানুষ ছিল প্রকৃতি নির্ভরশীল প্রাণী। তখন মানুষ তার মেধা ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে প্রতিকুল পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা শুরু করল কিন্তু গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে ব্যবহৃত প্রকৌশলের মধ্যে অনেক ফাঁক ফোঁকর ছিল- যেমন বন্যায় অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট জলোচ্ছাস বা ভূমিকম্পে মানুষের মৃত্যু ইত্যাদি, গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ উদ্ভাবন করল টোটেম বা প্রতীক, কোনও প্রাণী গাছ বা বস্তুকে প্রতীক বা টোটেম হিসাবে মান্যতা দিয়েছিল। এর প্রভাবে গড়ে উঠল টোটেম সমাজ, টোটেম সংস্কৃতি, চালু হল নানা টোটেম রীতি, ক্রমে ক্রমে আচার অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হল। টোটেম সমাজ কল্পনা করা হত নির্দিষ্ট বস্তুকাণ্ডের মধ্যে গুণ আছে। কারণ ছাড়াই বস্তুর গুণের কল্পনা করার প্রবনতা যুক্তিপূর্ণ চিন্তার পথকে রুদ্ধ করে, ফলে জড় বস্তুর পূজা কাল্পনিক শক্তিতে বিশ্বাস, জ্যোতিষ চর্চা গ্রহ শান্তিতে রত্ন ধারণ পশুবলি বৃষ্টি আনতে ব্যাঙের বিয়ে বা যজ্ঞ, আত্মার শান্তিকামনায় শ্রদ্ধানুষ্ঠান বা পিন্ডদান এ সবই টোটেম সংস্কৃতির অবশেষ। পৃথিবীতে টিকে থাকা আদিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কার এই সংস্কৃতি অবশেষ, আজও বর্তমান। কিন্তু ২০ লক্ষ বছর পার করার পরও কেন আমরা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আজও প্রাচীন অধঃপতিত টোটেমিয় সংস্কৃতির অবশেষে কেন লালন করে চলেছি। কেন আমরা আজও সামান্তরাল বিজ্ঞান মনস্ক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারলাম না শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয়, তারা কতটা ভূমিকা পালন করছেন বিজ্ঞান মনস্ক সংস্কৃতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে?

বিজ্ঞানমনস্ক হতে গেলে অবশ্যই বিজ্ঞান কি জানতে হবে। মধ্যযুগে ইউরোপে Scientia ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার হত তত্ত্ব বা তথ্যের জ্ঞান লাভ করার জন্য। এই শব্দ থেকেই Science কথাটি এসেছে। পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের সংজ্ঞা নিরুপণে বলা হয়-সুসংবদ্ধ সুশৃঙ্খলিত সর্বজন গ্রাহ্য সকল প্রকার জ্ঞানই বিজ্ঞান।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দিতে ইতালিতে নবজাগরণের সময় আধুনিক বিজ্ঞানের জন্ম হয়- বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হল- বিজ্ঞান হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ লব্ধ শৃঙ্খল লব্ধ জ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞান কেবল জ্ঞান অর্জনের বিষয় নয়। বিজ্ঞান চর্চার সময়কাল কেবল পাঁচশো ছশো মাত্র নয়। বিজ্ঞানের মূল প্রোথিত একেবারে গোড়ায়। মানুষ কার্যকারণ না বুঝলেও বাঁচার তাগিদে বিজ্ঞান প্রয়োগ করেছে। অন্যকোন প্রাণী পারে নি।

'তাই বিজ্ঞান হল একধরণের তৎপরতা যার সাহায্যে মানুষ প্রতিবেশির উপর আধিপত্য করে। বিজ্ঞানে এটাই আসল সত্য। সমাজের প্রয়োজনেই বিজ্ঞান আর সেই প্রয়োজন মেটানোর মধ্যে রয়েছে বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা'।

বিজ্ঞানমনস্কতা কী?

যে কোনও ঘটনার পিছনে প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করার মানসিকতাকেই বলা হয়, বিজ্ঞান মনস্কতা। কার্যকারণ অনুসন্ধ্যানের মানসিকতা গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান পড়তেই হবে এমন কোন

বাধ্যবাধকতা নেই। তার বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠানিক কার্যকারণ খুঁজে পেতে বা উপলব্ধি করতে সহায়ক হয়।

কিন্তু বাস্তবে দেখি বিজ্ঞানে বহু উঁচু ডিগ্রিধারী শিক্ষক অধ্যাপক গবেষক ভাগ্যের দোষ বা গ্রহের ফের বা অশুভ শক্তি প্রভাব কাটাতে তাবিজ মাদুলি কবচ রত্ন আংটি ইত্যাদি ধারণ করেন। সমাজে যাঁদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী তাঁদের মধ্যেই যদি বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে না ওঠে, বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তোলার দায় বোধ যদি তাদের না থাকে তাহলে সাধারণ মানুষ কীভাবে বিজ্ঞানমনস্ক হবে।

বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে ওঠার প্রতিবন্ধকতা ঃ-

বিজ্ঞানমনস্কতা যে বিষয়টির উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে থাকে সেটি হল যুক্তিবোধ। যে কোনও ঘটনার কার্যকরণ সম্পর্ক নিরুপণের মধ্য দিয়ে যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে, এর জন্য যে অভ্যাসটি একান্ত জরুরি তা হল প্রশ্ন করার অভ্যাস। আদিম মানুষ প্রাকৃতিক দুর্যোগ সমূহ কিংবা জন্মমৃত্যুর কারণ হিসেবে অতিপ্রাকৃতিক শক্তি বা আত্মার কল্পনা করে নেয়, সেই অতি প্রাকৃতিক শক্তি বা আত্মকে তুষ্ট রাখতে জন্ম নেয়, নানামন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠান। এইভাবেই কুসংস্কারের বীজ রোপন হয়ে ছিল আদিম সমাজে। আদিম মানুষের কোনও ধর্ম ছিল না কিন্তু কুসংস্কার ছিল। কু-সংস্কারের বীজ রোপন হয়ে ছিল আদিম সমাজে। কুসংস্কারকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে ম্যাজিক আর ম্যাজিক থেকে আসে ধর্ম। মেধা যেমন মানুষকে অন্য প্রাণীদের চেয়ে উন্নত করে তুলেছিল তেমনিই সমাজে তৈরি করেছিল দুটি শ্রেণী, শোষক শ্রেণি আর শোষিত শ্রেণি। শোষণ মূলক সমাজের এই প্রেক্ষাপটেই আর্বিভাব ধর্মের, কিন্তু সাধারণ মানুষ ধর্মীয় প্রভাবে যুক্তিবাদের পরিবর্তে বিশ্বাসী হল ভাববাদে। আখেরে শোষকের এতে লাভই হল, ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে লাগল, মানুষকে ধর্মের অজুহাতে নিশ্চিন্তে শাসন যন্ত্র চালু রাখতে সক্ষম হল। সেই শাসনযন্ত্র আজও চালু আছে, মানুষ যত কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকবে যত আধ্যাত্মবাদী চিন্তার মগ্ন থাকবে ততই শাসকের সুবিধা।

তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোগবাদী সমাজে কখনওই সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানমনস্ক হোক যুক্তিবাদী হোক প্রশ্ন করতে শিখুক চায় না। এই ট্রাডিশান আজও চলছে, জাঁকিয়ে বসেছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল ঘুষ দুর্নীতি, ব্যাক্তিগত চরিত্র হনন ইত্যাদি নিয়ে মাঠ ময়দান সাংসদকক্ষ টিভিশো তোলপাড় করলেও আশ্চর্য জনকভাবে অপবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে টুঁশব্দ করে না, নিরবতা কি প্রচ্ছন্ন সমর্থক নয়? অবশ্য বামপন্থী দলগুলি এ ব্যাপরে সরব। মানুষ যত বেশী বিজ্ঞানমনস্ক হবে যুক্তিবাদী হবে ততই পুঁজিবাদের সমর্থক রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে রাখার কাজটা কঠিন হবে।

আমাদের দেশে সমস্ত গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রিত হয় পুঁজিপতিদের দ্বারা, তাদের আসল লক্ষ্য থেকে মুনাফা আরো মুনাফা। সমাজ গঠনে গণমাধ্যমের ভূমিকা নামক গালভরা বুলি ছাপার অক্ষরেই সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞানমনস্কতা যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে এমন কোন বিষয় নিয়ে তাদের কোন চর্চা নেই। টিভির সমস্ত ধারাবাহিক অপবিজ্ঞান আর কুসংস্কারের ছড়াছড়ি, সংবাদ পত্রের অবস্থা আরও খারাপ। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বিজ্ঞান সাংবাদিকতা নেই বললেও চলে, আমাদের মধ্যে বিজ্ঞান চর্চার অভ্যাস গড়ে ওঠেনি। আমরা বাঙালীরা রাজনীতি ও ক্রিকেট নিয়ে বেশী চর্চা করি কারণ ওই দুটো বিষয়কে সংবাদ মাধ্যমে বেশী গুরুত্ব দেয়।

শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ঃ-

কোনও একজন মানুষের চরিত্র গড়ে তোলার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে প্রথমতঃ মা বাবা, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা। আমাদের দেশে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী যে সমাজিক পরিমন্ডলের মধ্য থেকে বিদ্যালয়ে আসে তা নানা রকমের অবৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণায় পুষ্ট, ফলে ছোট থেকে তাদের মনের উর্বর জমিতে অজান্তেই কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাসের বীজ বপন হয়ে যায়, সুতরাং একটি ছাত্র বা ছাত্রীকে বিজ্ঞান মনস্ক ও যুক্তিবাদী করে তোলার কাজটা শুধু কঠিন নয় দুরুহ।

বিজ্ঞান মনস্কতা বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষক সমাজ যে তিনটি শ্রেণিতে করা যেতে পারে, প্রথম সম্পূর্ণ বিজ্ঞান মনস্কতাহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বিতীয় ছদ্ম বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং তৃতীয় বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষক-শিক্ষিকা। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান মনস্কতাহীন শিক্ষক-শিক্ষিকা এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, এরা আত্ম মনস্কতাহীন। পরলোক রাশিফল পঞ্জিকা বিধি শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ পূজোর্চ্চনা ইত্যাদি গভীর বিশ্বাস, এদের চিহ্নিত করা অতি সহজ। কিন্তু ছদ্ম বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যাও যথেষ্ট, এঁদের চিহ্নিত করা সহজ সাধ্য নয়, এরা বিজ্ঞান মনস্ক হওয়ার ভান করেন নানা সময়ে, বিজ্ঞান মনস্কতা বিষয়ে ধ্যান ধারণা রয়েছে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আসল মানসিকতার প্রকাশ ঘটে, এরা কোনও কোনও কুসংস্কারের পক্ষে ভ্রান্ত বিজ্ঞানের ধারণা খাড়া করেন। শেষোক্ত বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষক-শিক্ষিকা সবচেয়ে কম তাও আবার দুই ধরণের-একদল নিষ্ক্রিয় অন্যদল সক্রিয়। এরা ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন।

যতদিন না আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে এই Scientific Temper গড়ে উঠবে ততদিন কোনও ভাবেই বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠবে না। যতই সফল অভিযান হোক না কেন দেশের সার্বিক উন্নয়ণ হবে না।

ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞানমনস্ক করার দায় শুধু বিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নয়, দায় সকল বিষয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও।

"Temper of Science"

আমরা অনেকেই Temper of Science নামে একটি শব্দ ব্যবহার করি। এই শব্দটি উদ্ভাবক জহর লাল নেহেরু। এ হল এমন এক মানসিকতা যা গড়ে তোলার জন্য যুক্তিবাদী হতেই হয়। আলোচনা, বিতর্ক বিশ্লেষণ হল Temper of Science -এর তিনটি প্রধান শর্ত, সুতরাং দেশের অগ্রগতির জন্য আমাদের মধ্যে Temper of Science গড়ে ওঠার একান্ত প্রয়োজন।

"মানুষের মন সবচেয়ে বেশী আলোকিত হয়,
স্বাধীন চিন্তাভাবনা দ্বারা যার ফলশ্রুতি হল বিজ্ঞানের অগ্রগতি",- চার্লস ডারউইন

"ধর্ম হল নিপীড়িত মানুষের দীর্ঘশ্বাস-
প্রকৃত সুখ পেতে গেলে ধর্ম নামক ভ্রমাত্মক সুখকে বিদায় দিতে হবে?-কার্লমার্কস

আমাদের দেশে জনগণের মধ্যে Temper of Science গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হল ধর্ম নিয়ে মাতামাতি। ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদ এবং যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞানমনস্কতার অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে।

ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের চালিকা শক্তি ধর্ম, যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান মনস্কতার চালিকা শক্তি বিজ্ঞান। ভারত ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের দেশ সুতরাং এই মুহূর্তে Temper of Science গড়ে তোলা দুরুহ কাজ। যতদিন না আমাদের দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই Temper of Science গড়ে উঠবে ততদিন কোন্ ভাবেই বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে উঠবে না, দেশের সার্বিক উন্নয়ণ হবে না।

যতদিন না দেশ ও রাজ্যের নীতি নির্ধারকেরা Temper of Science গড়ে তোলার জন্য সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, ততদিন অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের কালো মেঘ ঢাকা থাকবে আমাদের চেতনার আকাশ। প্রকৃত সুখের মুখ দেশের জনগণ কখনওই প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।

কিছু কষ্ট এতো বিশাল
যা সহ্য করা যায় না...
কিছু ব্যাথা এতো অসীম
যা বুকে রাখা যায় না...
কিছু মানুষ এতো আপন
যা হারিয়ে গেলে তাকে
কখনও ভুলা যায় না.....

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

নোনাবিরামপুর ঃঃ এক্তারপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত বাজকুল মিলন মেলা, ২০১৯ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে।

আমাদের অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে সদা সচেষ্ট ঃ-

১. গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতকে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
২. স্ব-নির্ভর, স্বচ্ছ, সংবেদনশীল সুশাসন যুক্ত গ্রাম পঞ্চায়েত গড়ে গ্রামবাসীকে উপহার দেওয়া।
৩. পঞ্চায়েতের সুফল সমস্ত পরিবার সহ প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া।
৪. আই. সি. ডি. এস., এস. এস. কে., এম. এস. কে., প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুল গুলিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা কমানো সহ পঠন পাঠনের মানোন্নয়ণ ও নির্মল ভারত মিশনে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেওয়া।
৫. জননী সুরক্ষা, শিশুদের স্বাস্থ্য উন্নয়ন, টীকাকরণ কর্মসূচীর দ্বারা ও মাননীয় বিধায়ক অর্ধেন্দু মাইতি মহাশয়ের প্রদত্ত অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে এবং ডেঙ্গু, রুবেলা প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণের সচেতনতার প্রচার দ্বারা জনস্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও উন্নত করা।
৬. বনসৃজন, পরিবেশ উন্নতিকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, শৌচাগার, ঢালাই রাস্তা, বৈদ্যুতিকরণ সুনিশ্চিত করা ও কম্যুনিটি টয়লেট গড়ে নির্মল পরিবেশ গড়ে তোলা।
৭. MGNREGA -এর কাজে মহিলাদের আরও বেশী অংশগ্রহণে উদ্যোগী হওয়া ও সমাজ গঠনে মহিলাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন করা।
৮. স্বাস্থ্য সাথী, সমব্যথী সহ- সামাজিক সুরক্ষা এর মতো জনকল্যাণ প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণ করা।
৯. PMY, Gitnjali প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ।
১০. গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত হিসেব GPMS এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা ও সমস্ত পরিষেবা Software এর দ্বারা সম্পন্ন করার আন্তরিক চেষ্টা।
১১. সুস্থ সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা।

রিন্টু রানা	তপন কুমার বর্মন
উপ-প্রধান	*প্রধান*
গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত	গুড়গ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত

GARHBARI-II GRAM PANCHAYAT

[Bhagwanpur -II Panchayat Samity]
P.O. - Garhbari, P.S. - Bhupatinagar
Dist- Purba Medinipur, PIN - 721626
E-mail : garbariigp@gmail.com
Website : garbari-2.in
Ph : (033220) 202822

মিলন মেলা ও প্রদর্শণী সার্বিক সাফল্য কামনা করি

"শান্তি প্রগতি, ন্যায় বিচার, সংহতি, সমদর্শিতার
নিরিখে জনগণের সার্বিক উন্নয়নই
এই গ্রাম পঞ্চায়েতের
আদর্শ"

গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জনগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় 'মিশন নির্মল বাংলা' লক্ষ্যে আমরা ODF (উন্মুক্ত শৌচবিহীন) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছি। সার্বিক জনস্বাস্থ্য বিধান-এর লক্ষ্যে সমস্ত কর্মসূচী মেনে চলার নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

অঞ্জনা মণ্ডল
প্রধান

শ্রীমতী স্মৃতিরেখা মণ্ডল
উপ-প্রধান

বিদ্যাসাগর ও বর্ণপরিচয়

■ *নির্মলচন্দ্র মাইতি*
অনন্য জাতীয় শিক্ষক

বীরসিংহের সিংহ শিশু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) উনিশ শতকের বাংলা দেশে এক পরম বিস্ময়। দুর্বল চিত্ত বাঙালি জাতির মধ্যে তাঁর দৃঢ়চেতা, অসীম প্রজ্ঞা ও করুণাময় ব্যক্তিত্ব আজও জন্মগ্রহণ করেননি। আজ থেকে প্রায় দু-শ বছর আগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে তিনি আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলার গান গেয়েছিলেন। তাই তাঁকে দেখে বারে বারে মনে পড়ে-

"এ বঙ্গের সমতলে
বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি।"

বিদ্যাসাগর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্রের সঙ্গে আ-শৈশব সংঘাতে তিনি দুর্বল না হয়ে অনমনীয় জেদী ও তেজস্বী হয়েছিলেন। সেই সাথে তাঁর চরিত্রের মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন ঋষিদের প্রজ্ঞা, ইউরোপীয়দের মত তেজস্বিতা এবং বাঙালী জননীর ন্যায় স্নেহ সমুজ্জ্বল হৃদয় অপূর্বভাবে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছিল। সর্বোপরি তাঁর অক্ষয় মনুষ্যত্ব সত্যই বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর কাছে এই সংসারটাই ছিল যেন কুরুক্ষেত্রের রণভূমি। তিনি সতত 'যুদ্ধং দেহি' ভাবে একাকী অগ্রসর হয়ে গেছেন। তিনি যেন ছিলেন সুদূর গ্রহান্তরের এক অতিমানব, পথ ভুলে বাংলাদেশে অবতরণ করেছিলেন। কাকের বাসায় কোকিল শাবকের যে গতি হয়, আমরা তাঁকে প্রতিনিয়ত তেমনি ক্ষত বিক্ষত করেছি। বিদ্যাসাগর বলেছেন-'আমি অরণ্যে রোদন করেছি। একি মানুষের দেশ?

দেশটা তখন পরাধীন ছিল। ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে এদেশের ধর্ম-কর্ম বা সমাজ বিশ্বাসে আঘাত হানতে চায়নি। অজ্ঞ গরীব মানুষদের দাবিয়ে রাখা খুবই সহজ। বিদ্যাসাগর লক্ষ্য করলেন ইউরোপে নব জাগরণের মূল কারণ হল-যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্প বিপ্লব ইত্যাদির প্রভাব। তাই তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ, সমাজ সংস্কার বা আধুনিক শিক্ষাকে আন্দোলনের হাতিয়ার করে তুললেন। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথা বিন্দু মাত্র চিন্তা না করে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে গেছেন।

সে সময় প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন কার সাহেব। ভারতীয়দের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। বিদ্যাসাগরকে দেখে বুটজুতা শুদ্ধ পা টেবিলে রেখে কথা বলেন। বিদ্যাসাগরও অনুরূপভাবে কার সাহেবকে অপমান করেছিলেন। আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি হালিডে সাহেব তখন বাংলার ছোটলাট। শিক্ষা নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি বিদ্যাসাগর মশাইকে প্রায়ই ডেকে পাঠাতেন। চোগা-চাপকান ও পাগড়ি পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হত। বিদ্যাসাগর আপত্তি জানাতে হ্যালিডে বললেন- 'পণ্ডিত তুম ধুতি চাদর পরে চটি পায়ে দিয়েই এসো।' তিনি এদেশী পোষাকের ও রীতিনীতির সম্মান বাড়ালেন। তাঁর জীবনে এরূপ কত ঘটনা কিংবদন্তীর মত জনমানসে ছড়িয়ে রয়েছে। ছোট ভাই এর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেছে। মায়ের নির্দেশে বাড়ী যেতে চাইলেন। কলেজ থেকে ছুটি মঞ্জুর হল না। তাঁর কাছে চাকরী ছাড়া জল ভাতের মত ব্যাপার।

অবশেষে কলেজের কর্তরা ছুটি দিতে বাধ্য হলেন। তিনি পিতা-মাতাকে সাক্ষাৎ দেবদেবী মনে করতেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা ভগবতী দেবীর সব নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন।

কৌলিন্য প্রথার কু-প্রভাবে সেদিন এদেশে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। এক কুলীনের মৃত্যুতে বহু নারী বাল-বিধবা হত। ঘরে বৈধব্যের ক্রন্দন বিদ্যাসাগরের কোমল হৃদয়কে বিগলিত করলো। জননী ভগবতী দেবীর নির্দেশে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য তিনি এগিয়ে চললেন। সেই সাথে বহু বিবাহ মানুষের জীবনের স্বর্গসুখের চাবিকাঠি এনে দেয়। সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে তাঁকে নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। অবশেষে ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইনে পরিণত হয়। "সুরধনী যখন মর্ত্যে অবতরণ করে, তখন কার সাধ্য যে সেই প্রবাহ রোধ করে? একে কেন্দ্র করে মাঠেঘাটে গ্রামে শহরে সর্বত্র এক আলোড়ন লক্ষ্য করা যায়। এই উপলক্ষ্যে কত ব্যঙ্গ, কবিতা, নাটক, নক্সা, গল্প, পালাগান তৈরি হল তার কোন হিসাব নাই। একটা উদাহরণ-

"বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।"

শিক্ষা বিস্তার ছিল বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার বিষয়ক কাজের প্রাথমিক সোপান। তিনি বুঝেছিলেন যে, সমাজের যত দুঃখ, যত ব্যাভিচার তার মূলে রয়েছে শিক্ষার অভাব। কেবলমাত্র পুরুষের জন্য নয়, নারীদের শিক্ষাবিস্তারে বা বিদ্যালয়ের স্থাপনে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি কখনও কী ভোলা যাবে? নিজে সংস্কৃতির দিকপাল হয়েও এদেশে তিনি ইংরাজী শিক্ষার স্থায়ী প্রবর্তক, বাংলা ভাষার ছন্দ বা লয়কে তিনি প্রথম চিনে ছিলেন। আজও তাঁর নির্দেশিত বাংলা ভাষার প্রবাহ অব্যাহত রয়েছে। তিনি যে কঠিন শব-সাধনা করে গেছেন, তার উত্তর সাধকও ছিলেন তিনি নিজেই। এসব কথা মনে হলে তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী বলে মনে হবে।

বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন কৃতী শিক্ষক ও বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন তিনি সেখানকার নিয়মনীতির অনেক আমূল পরিবর্তন করেছিলেন। সব জাতের ছেলেরা পড়ার সুযোগ পেল। বেতের ডগা দিয়ে শিক্ষা আসে না; আসে ভয়। তাই শাস্তি ও বরবাদ হল। এদিকে হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে নদীয়া, মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায় বিশেষ স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন। এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে এসব জেলায় ২০টির মত মডেল স্কুল তৈরী হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতে প্রথম মেয়েদের স্কুল খোলা হয়। তিনি নিজের টাকা দিয়ে ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এদিকে লাট সাহেব হার্ডিঞ্জ ১০১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব দেন। মাতৃভাষা বাংলাই একমাত্র মাধ্যম হতে পারে। বাংলা ভাষাটাও তখন ঠিকমত তৈরী হয়নি। বিদ্যাসাগর লিখলেন বর্ণপরিচয়। পাঠ শুরু করার এমন একটা বই আজও আলোকবর্তিতা ধরে রেখেছে। বিদ্যাসাগর মশাই আর যদি কিছুই না করতেন তাহলেও তিনি প্রাতঃস্মরণীয় হতেন। শুধু কী ছোটোদের জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন না? বড়দের জন্য লেখা বই -এর সংখ্যাও কম নয়। শুধু তাই নয় ইংরাজীতে লেখাগুলো যে কোন মানুষের ঈর্ষা উদ্রেক করবে। ছোট্ট লেখায় বিদ্যাসাগরকে কী জানা সম্ভব? ছোট জিনিসকে বড় করে দেখানোর জন্য অনুবীক্ষন যন্ত্র থাকলেও বড় জিনিসকে ছোট করে দেখানোর যন্ত্র দেখানোর দরকার হয় না, আমাদের চারপাশে যাদের বড় বলে মনে করা হয় বিদ্যাসাগরকে দিয়ে যাচাই করলে সবাই অকিঞ্চিতকর হয়ে পড়বেন।

তাই বিদ্যাসাগরের মর্মর মূর্ত্তি বানানো হয় কিন্তু তাঁর জীবন দর্শন শেখানো হয় না। তিনিই বারে বারে চাকরি ছেড়েছেন। আলু পটল বেচে সংসার চালাতেও পিছপা ছিলেন না। তিনিই বাঙালীদের মধ্যে প্রথম স্থান স্থাপন করে প্রকাশনার ব্যবসা করেছিলেন। এখন আমরা সবাই ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন-করে ক্যারিয়াইরস্ট হতে চাই। দেশের সম্পদ, চেটেপুটে খেতে চাই। তাই বিদ্যাসাগরের আদর্শ আমরা কেউ মানতে চাই না। পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকে বঞ্চিত করে নিজের সম্পত্তি নানা জনহিতকর কাজে উইল করে যান, আজকে দেশে এরূপ মানুষ কী পাওয়া যাবে?

বিদ্যাসাগরের কাছে মানুষই বড়, মানুষই দেবতা স্বরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও পূজা অর্চনা নিয়ে দিন কাটান নি। তাঁর জীবনে মা বাবাই দেব-দেবী ছিলেন। মায়ের উদারতা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা আর বাবার সততা ও কর্তব্য পরায়ণতা তাঁর রক্তপ্রবাহে মিশে গিয়েছিল। একবার কাশীতে তিনি বলেছিলেন- 'আপনাদের বিশ্বেশ্বর মানি না।' বাবা আমরা বিশ্বেশ্বর, মা আমার অন্নপূর্ণা।' তিনি স্বরস্বতী পূজা না করেও সরস্বতীর বরপুত্র হলেন কিভাবে? বিদেশে মাইকেলের দুঃসময়ে বিদ্যাসাগর টাকা পাঠিয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিশনে চাকরী দিয়েছিলেন। কত জন যে কারণে অকারণে, বিপদে সমস্যায় বিদ্যাসাগরের কাছে সাহায্য নিয়েছে তার কোন হিসাব নাই। কঠোর পরিশ্রমে যা কিছু উপার্জন করেছেন, সবই দেশের মানুষদের জন্য বিলিয়ে দিয়েছিলেন। হাতে টাকা না থাকলেও ধার করে দান করেছেন। দেশে দুর্ভিক্ষ। অন্ন-সত্র খুলে স্নেহ মমতায় সবাইয়ের আহার জুটিয়েছেন। মানুষের সেবায় কোন লাভ ক্ষতির চিন্তাও করেননি। শেষ জীবনে সুদুর কার্মাটোরে সাঁওতাল পল্লীতে ছিলেন। তাদের সেবা শুশ্রষা করে সুখে দুঃখে দিন কাটিয়ে দিযেছেন। এজন্য সবাই তাঁকে দয়ার সাগর বা করুনারসাগর বলতো। তিনি দিবারাত্রি এত পরিশ্রম করতেন যে নিজের দিকে তাকাবার অবসর পাননি। ধুতি আর মোটা চাদর ছাড়া তাঁর কোন বিলাসিতা ছিল না। "তিনি বৃহৎ বৃক্ষের মত তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফল দান করেছেন।"

এখন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় বই নিয়ে সামান্য কিছু কথা তুলে ধরছি। পূর্বে কোন পরিস্থিতিতে বইটা লেখা হয়েছিল উল্লেখ করা হয়েছে। বিশুদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির অসামান্য ক্ষমতা থাকলেও তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করেছিলেন। নিজের আনন্দের জন্য অলস সাহিত্য চিন্তার অবকাশ কী তাঁর ছিল? আপামর জনগণের হিতসাধনের সামান্য প্রতিচ্ছবি বর্ণপরিচয়ের ছত্রে ছত্রে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই তাঁর সব লেখার মূল সুর Art for art's sake নয়। বর্ণপরিচয়ের কিছু উদাহরণ দিচ্ছি-

১) সদা সত্য কথা বলিবে।
২) কখনও মিথ্যা কথা কহিও না।
৩) কুবাচ্য বলা বড় দোষ।
৪) কদাচ পিতামাতার অবাধ্য হইও না।
৫) শ্রম না করিলে লেখাপড়া হয় না।

এরকম হীরক দ্যুতিময় অনেক বাক্য বর্ণপরিচয়ে আছে। এসব কথা শুধু পড়ার জন্য পড়া নয়। আমরা মনে প্রাণে ক'জন মানি? বর্ণ পরিচয়ের দুটি কথা রবীন্দ্রনাথকে গভীর প্রভাবিত করেছিল। এর ছন্দ ও ভাব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য প্রেরণার মূল উৎস। 'জল পড়ে পাতা নড়ে' (নড়িতেছে)।

বিশ্ব কবির কাছে আদি কবির প্রথম কবিতা, দুঃখে চোখ দিয়ে জল পড়া, বর্ষার অবগুণ্ঠন মুখ, জীবনের পাতায় পাতায় আলোড়ন, হর্ষবিষাদ ঐ কথাতেই বিদ্যাসাগর লিপিবদ্ধ করেছেন। 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবন চরিতের প্রতি পাতাতেই দেখা যায় যে বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন।' তিনি কি নির্মম সত্য কথা শিশু মনে ঢুকাতে চেয়েছেন। আমরা কি জানি "Our sweetest songs are those that of seddest."

বর্ণপরিচয়ের গোপাল, রাখাল, যাদব, নবীন, মাধবরা ঘরে ঘরে বিদ্যমান রয়েছে। কেউ ভাল হচ্ছে, কেউ বা মন্দ হয়ে অকল্যাণ আনছে। এদের নিয়েই দেশ বা দশের সংসার। অনেক কিছুর পরিবর্তনের মাঝেও বর্ণপরিচয় আজও টিকে আছে। বর্ণপরিচয়ের মাধ্যমে বিদ্যাসাগর সবার ঘুম ভাঙাবার গান গেয়ে চলেছেন। কোন কোন ভাগ্যবান এখনও গান শুনে জেগে উঠতে পারে। বাংলা ভাষার প্রবাহ বা ছেদ চিহ্নের সঠিক ব্যবহার বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম বুঝতে পেরেছিলেন।

১। পড়া বলিতে না পারিলে, গুরুমশাই রাগ করিবেন, নুতন পড়া দিবেন না। (এখানে প্রহারের কথা নাই)

২। গোপাল যখন পড়িতে যায়, পথে খেলা করে না। সকলের আগে পাঠশালায় যায়। (সব কাজে তৎপর হতে হবে)

৩। সে জানে, যাহারা মিথ্যা কথা বলে, কেহ তাহাদের কথা বিশ্বাস করে না, সকলেই তাহাদিগকে ঘৃণা করে। (মিথ্যা, বিশ্বাস, ভালবাসা, ঘৃণা ইত্যাদি সম্বন্ধে ছাত্রদের ধারণা জাগাবে।)

বিদ্যাসাগর মহৎ চরিত্রের এক বটবৃক্ষ। আমরা যদি আমাদের ক্ষুদ্রতা দূর করতে চাই বিদ্যাসাগরের অনুসরণ করলে নিশ্চয় উপকৃত হব। তাঁর চরিত্রের প্রধান কথা হল অক্ষয় মনুষ্যত্ব। মানবিক মূল্যবোধকে জাগিয়ে তোলাই আমাদের সর্বপ্রধান কাজ। মাইকেলের কথায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই-

"বিদ্যাসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
দীন যে দীনের বন্ধু।"

আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি,
নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত
যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবে,
তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের
ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।

-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মিলন মেলার সার্বিক শুভ কামনায়...

কাকরা গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পোস্ট-কাকরা ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

"হারি জিতি নাহি লাজ"

মানুষের জন্য করতে চাই কাজ।- ইন্দিরা আবাস যোজনা, সহায় প্রকল্প, মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্প, জাতীয় সামাজিক সহয়াতা কর্মসূচীর অর্ন্তগত ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় বার্ধক্য জনিত অবসর ভাতা প্রকল্প, বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, জাতীয় পরিবার সহায়তা প্রকল্প, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের সাথে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা, অন্নপূর্ণা যোজনা, ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ভবিষ্যনিধি প্রকল্প, সকলের জন্য শিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচী রূপায়ণে আমরা ব্যস্ত ও ব্রতী। সবারে করি আহ্বান-

সেক মহম্মদ সেলিম
উপ-প্রধান

বর্ণিতা মাইতি (সাউ)
প্রধান

সকল সদস্য-সদস্যা ও কর্মচারীবৃন্দ

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি

পূর্ব মেদিনীপুর

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায়-এর স্বপ্নকে সফল করতে, খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতির অর্ন্তগত প্রত্যেকটি ঘরে উন্নয়নের ছোঁয়া পৌঁছে দিতে, সকল মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করতে, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ প্রকল্পকে বাস্তবায়িত করতে তপশিলী জাতি, উপজাতি, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের কল্যাণার্থে ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে জনগণের সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সকল প্রকার প্রকল্পগুলির সফল রূপায়ণে আমরা নিরলস ব্রতী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নিরপেক্ষতা আমাদের বীজমন্ত্র।

- সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়ণের মাধ্যমে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্য-সচেতনতার মান বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের ও ভূমিহীনদের "নিজগৃহে নিজবাস" প্রকল্পের সফল রূপায়ণ।
- কৃষিজীবি মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ন ও গুচ্ছ বীমা প্রকল্প গ্রহণ।
- বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
- ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রীদের জন্য 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ণ করা।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার স্বপ্নের 'যুবশ্রী' প্রকল্পকে সফলতা দান করা।
- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে আরো বেশী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- দুর্নীতিমুক্ত, স্বচ্ছ ও গতিশীল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে নাগরিকদের সুষ্ঠু পরিষেবা প্রদান করা।

তীর্থঙ্কর ঘোষ	শ্রাবণী মাইতি	শংকর বাগ
নির্বাহী আধিকারিক	*সভাপতি*	*সহ-সভাপতি*

ভারতের নিবেদিতা-
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে এক অনন্য আলোকবর্তিকা

■ ড. সত্যনারায়ণ সাউ

প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ, বাজকুল মিলনী মহাবিদ্যালয়

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল' ওরফে ভগিনী নিবেদিতা এক অত্যুজ্জ্বল নাম। যুগন্ধর মহাপুরুষ ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের মানসকন্যারূপে সর্বজন বন্দিতা নিবেদিতা স্বামীজীর আদর্শে ভারতের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে আত্মনিবেদন করে সার্থকনামা হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বনামধন্য 'নোবল' পরিবারের 'রেভারেণ্ড জন নোবলের' পুত্র 'স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোবল' ও পুত্রবধূ 'মেরী ইসাবেলের' বহু সাধনার ধন এই মহীয়সী কন্যার নামের সঙ্গে সাদৃশ্য পাই পিতামহী 'মার্গারেট এলিজাবেথ নীলাসের' সঙ্গে।

নিখাদ দেশপ্রেম ও অত্যুত্তম আধ্যাত্মিকতার পারিবারিক উত্তরাধিকারের আবহে বড় হয়ে ওঠা মার্গারেটের ভবিষ্যৎ জীবন সৌধের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল শৈশবেই। জন্মের পূর্বেই ঘটেছিল এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। নিরাপদে সন্তানের জন্ম হলে তাঁর চরণেই সমর্পনের আকুল প্রার্থণা করেছিলেন ইষ্টদেবতার কাছে মাতা মেরী ইসাবেল। এর পরে অকালে মৃত্যুর পূর্বে পিতা স্যামুয়েল পত্নী ইসাবেলকে কন্যা মার্গারেটের নাম উল্লেখ করেই বলে গেলেন "শ্রী ভগবান যেদিন ওকে আহ্বান করবেন, সেদিন ওকে বাধা দিও না.... ও এসেছে একটা বড় কিছু করবার জন্য"। মার্গারেটের জীবনে তাঁর পিতার এই ভবিষ্যদ্ বাণী যে সর্বাংশে সফল হয়েছিল তা আজ সর্বজন বিদিত। বস্তুতঃ দুয়ে দুয়ে মিলে চার হওয়ার এই ব্যাপারটির বীজবপন হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে অক্টোবরে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দকে প্রথম দর্শন করলেন মার্গারেট। 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা তাঁর এই প্রথম দর্শনের অভূতপূর্ব ও অনাস্বাদিত শিহরণের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আজীবন বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাব্রতী মার্গারেট বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে গেলেন স্বামীজীর শিক্ষা বিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণে, বিশেষত ঃ- "Education is The manifestation of the perfection already in man' মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনের নাম শিক্ষা' - শিক্ষার এই একান্ত অভিনব ব্যাখ্যা হৃদয়ঙ্গম করে।

মার্গারেটের শিক্ষয়িত্রী হবার বাসনা পূরণ হয়েছিল মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে আর সমগ্রজীবনে শিক্ষার পরিপূর্ণতা ঘটেছিল ভারতে এসে স্বামীজী ও সারদাদেবীর পদপ্রান্তে বসে। ১৮৯৬ এর ৭ই জুনের তাঁকে লেখা স্বামীজীর এক চিঠিতেই তাঁর চিন্তা জগতে এক আলোড়ন ঘটে যায়। পরবর্তী আরও দুটি চিঠিতে মার্গারেট ভারতের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন - বিশেষতঃ ১৮৯৭ সালে লণ্ডন ত্যাগের পূর্বে তাঁকে বলা স্বামীজীর প্রত্যক্ষ উক্তি - "ভারতবর্ষই তোমার আপন ধাম। কিন্তু তার জন্য তোমাকে প্রস্তুত হতে হবে।" -শ্রবণের পরে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ২৮ শে জানুয়ারী মার্গারেট কলিকাতা বন্দরে উপস্থিত হলেন - স্বামীজীর মানসকন্যার ভারতে পদার্পণ ঘটল।

১৮৯৮ এর ২৫ শে মার্চ মার্গারেটের ঘটল নবজন্ম -স্বামীজী কর্তৃক ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হয়ে 'নিবেদিতা' নাম প্রাপ্ত হলেন - যিনি নিজের সমগ্রজীবনের সর্বস্ব সর্বাংশে সমর্পন করে সার্থকতা সম্পাদন করলেন তাঁর নব নামের।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সমকালে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের দুর্দশা ও অধঃ পতনের মূল কারণগুলি সুগভীর প্রজ্ঞাবলে উপলব্ধি করলেন সেগুলির অন্যতম কয়েকটি হল - দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের অমানবিক ব্যবহার আর তথাকথিত ভদ্রসমাজের পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ। অশিক্ষার মধ্যে স্ত্রীশিক্ষা তথা মেয়েদের শিক্ষার অভাবকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছিলেন। পরমবিদুষী, শিক্ষাব্রতী, বিদ্যোৎসাহী গুরুগত প্রাণা নিবেদিতাকেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণে আহ্বান জানালেন। স্বামীজীর ধ্যানে উপলব্ধ ভবিষ্যতের আদর্শভারত গঠনের পরিকল্পনার একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি নিবেদিতার অন্তরে অঙ্কিত করে দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা-সংস্কৃতি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মেলবন্ধন তথা সকলের স্বনির্ভর হওয়ার বা নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানোর শিক্ষা লাভের উপর স্বামীজী জোর দিয়েছেন। নিবেদিতা তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তার বাস্তব রূপায়ণে আন্তরিক প্রয়াসী হলেন। শিক্ষার এই মানস প্রতিমা প্রত্যক্ষরূপ পরিগ্রহ করল ১৮৯৮ এর ১৩ ই নভেম্বর ১৬ নং বোসপাড়া লেনে-বিবেকানন্দ ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতির উপস্থিতিতে বালিকা বিদ্যালয়ের শ্রীমা সারদাদেবীর কর্তৃক শুভ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে। পরবর্তীকালে যা 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে রামকৃষ্ণ মিশনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙলার তথা কলকাতার মত শহরেও শিক্ষাব্যবস্থার যে হাল ছিল বিশেষতঃ তদানীন্তন সমাজব্যবস্থার যে চিত্র আমরা বিভিন্নভাবে জানতে পেরেছি -তা এক কথায় অবর্ণনীয়। যেখানে বালকদের লেখাপড়া করাটা ছিল যথেষ্ট সমস্যা সঙ্কুল সেখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ব্যাপারটা প্রায় অকল্পনীয়। পর্দাপ্রথা ভেঙ্গে কুসংস্কারের বেড়াজাল অতিক্রম করে অন্তঃপুরচারিণী মেয়েরা গৃহের বাহিরে গিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করতে এ ছিল এক দিবাস্বপ্ন বা আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। রক্ষণশীল সমাজের নানা অপবাদ অজুহাত উপেক্ষা করে লেখাপড়া শেখা এক অতি দুঃসাধ্য ব্যাপার-যা আজকের দিনের এই উদারমনস্কতার আবহে কল্পনার অতীত।

এমনই এক ভয়ঙ্কর প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্বামীজীর স্বপ্নের বাস্তব রূপ দিতে নিবেদিতা যে কি অসাধ্য সাধন করেছিলেন তা বলে বোঝানো অত্যন্ত কষ্টকর।

একটি অপ্রশস্তগৃহে কয়েকটি মাত্র ছাত্রী নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হল। নিবেদিতার শিক্ষণ পদ্ধতি ছিল অভিনব। বাহির থেকে শিশুমনের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতেন না; বরং চ প্রত্যেকের স্ব-স্ব মনোবৃত্তি ও সংস্কার অনুসারে খেলা ও গল্পের ছলে অন্তরে শক্তি স্ফুরণের ব্যবস্থা করে দিতেন। সুনির্দিষ্ট পাঠ্য বিষয় ও সময় ছিল না। পুতুলগড়া, সূচীশিল্প ও অন্যান্য হাতের কাজের শিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপশি রামায়ণ, মহাভারত, পুরান-উপনিষদের গল্পের মাধ্যমে নৈতিক আধ্যাত্মিক শিক্ষাদানও চলতে লাগল। অকৃত্রিম আন্তরিক স্নেহ ভালবাসার দ্বারা সকলকে একান্ত আপন করে নিয়ে তাদের সার্বিক উন্নতি চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু সবদিক সামলে ওঠার মত আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। যে অভাব মোচনের জন্য তিনি তাঁর জন্মস্থানে বিদেশে গিয়ে ও অনেকের কাছ থেকে সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। উত্তরোত্তর বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। শ্রীশ্রী সারদাদেবী ও শ্রী রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পর্ষদগণের অনেকেই বিদ্যালয়ে পর্দাপন করে আশীর্বাদ দানে ছাত্রীদের ধন্য করেছেন।

পরবর্তীকালে মেয়েদের আরও শিক্ষা বিস্তারের জন্য নিবেদিতা কলকাতায় ও শহরের বাহিরে বিভিন্ন স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনে বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষাব্রতী বহু মনীষী ও স্বনামধন্য ব্যক্তিদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করেন এবং তাতে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। এভাবে নিবেদিতা স্ত্রীশিক্ষার যে আলোকবর্তিকা প্রজ্বলিত করেছিলেন, তা পরবর্তী কালে বহুবছর ধরে অম্লানত্র শিখায় উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান থেকে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শিক্ষাজগতে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে ও থাকবে সন্দেহ নেই।

কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত

খেজুরী-১ পঞ্চায়েত সমিতি
পোস্ট-কামারদা বাজার, থানা-খেজুরী, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর
ফোন নং- ০৩২২০-২৮০০৩১

আমাদের লক্ষ্য ঃ

- কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার শ্রেষ্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েত হিসাবে তুলে ধরা।
- কৃষি ও সেচব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থান বিষয়ে সুনিশ্চিত করণ।
- শিল্পকে প্রধান্য দেওয়া।
- পঞ্চায়েত-এর সুফল যাহাতে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছায় তার জন্য সজাগ দৃষ্টি রাখা।
- নির্মল গ্রাম হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরষ্কারের মর্যাদাকে রক্ষা করা।
- বনসৃজন, মোরামীকরণ, বিশুদ্ধ পাণীয় জলের পরিষেবা, ঢালাই, রাস্তা, বৈদ্যুতিকরনের সুনিশ্চিত করণ।
- এলাকায় স্বাস্থ্যবিধান ব্যবস্থার উন্নয়ন।
- প্রচলিত অসুখগুলি প্রতিরোধ করা ও টীকাকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা এবং মা ও শিশুর পুষ্টি সহ জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়গুলি উন্নয়নের উদ্যোগ।
- স্থানীয় হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ICDS, SSK, MSK সহ বিভিন্ন সামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।
- প্রতিটি পরিবারকে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বনির্ভরশীল করে তোলার লক্ষ্যে সেল্ফহেল্প গ্রুপ সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- প্রতিটি শিশুর শিক্ষাদান, স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য চিকাকরণের কর্মসূচি গ্রহণ।
- প্রতি জবকার্ড হোল্ডারদের কমপক্ষে বছরে ৯০ দিন কাজ দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা।
- এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত পেপারলেস গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত।
- গ্রাম পঞ্চায়েত সমস্ত হিসেব ও কাজকর্ম জি.পি.এম.এস -এর মাধ্যমে করা হয়। এই মুহূর্তে আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত স্বশক্তিকরণ (ISGP) গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে।
- মহিমাময়ী জননেত্রী মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দোপাধ্যায় ঘোষিত কন্যাশ্রী, যুবশ্রীসহ সমস্ত জনকল্যাণকর প্রকল্পগুলি স্বচ্ছভাবে রূপায়ণে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল হইতে ১৭ জন BPL হীন দরিদ্র ব্যক্তিকে ৪০০ টাকা (চারশত টাকা) করে বার্ধক্যভাতা প্রদান করা হয়েছে।
- এই বৎসর কামারদা গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত হিসেবে ঘোষিত হয়েছে।
- বিনা পয়সায় চক্ষু পরীক্ষা ও অপারেশন শিবির।

আপনাদের সহযোগিতায় আমরা সফল হবই।

অভিনন্দনসহ

বিশ্বনাথ মালিক	রাজশ্রী গিরি
উপ-প্রধান	প্রধান

প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনসহ—

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানপুর ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

জনগণের প্রতি আবেদন

১। গ্রাম পঞ্চায়েতের গৃহ ও ভূমি কর নির্দিষ্ট সময়ে জমা করুণ।
২। ট্রেড লাইসেন্স প্রতি বছর পুনর্ণবীকরণ করুণ।
৩। গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় শিশু জন্মগ্রহণ করলে বা কেউ মৃত্যুবরণ করলে ২১ দিনের মধ্যে সাব সেন্টারে নাম লেখান ও সঠিক তথ্য দিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংগ্রহ করুণ।
৪। গর্ভবতী মা ও শিশুর উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়মিত টীকাকরণ করান।
৫। বাড়িতে নয় সরকারী বা বেসরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে বাচ্চা প্রসব করান।
৬। প্রতিটি ষান্মাসিক ও বাৎসরিক গ্রাম সংসদ সভায় উপস্থিত থেকে আপনার মতামত প্রদান করুন ও আপনার এলাকায় উন্নয়নে সহায্য করুন।
৭। ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত, তাই আপনার এলাকাকে মুক্তাঞ্চলে শৌচমুক্ত রাখা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের গর্বকে অক্ষুণ্ণ রাখা আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৮। আপনার এলাকায় প্রতিটি রাস্তা নলকূপ সহ সকল সম্পদ, আপনার সম্পদ, একে রক্ষা করা আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য।
৯। গ্রাম পঞ্চায়েত হইতে তৈরি সকল সাবমার্সিবল পাম্পের কমিটি গঠন করুন ও বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করুন। বিদ্যুৎ চুরি করা আইনগতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ।
১০। ১০০ দিনের কাজের যুক্ত অদক্ষ শ্রমিকের জবকার্ডের সঙ্গে আধার ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর বাধ্যতামূলক।
১১। গ্রাম পঞ্চায়েতের সমস্ত উন্নয়নমূলক প্রকল্পে অংশগ্রহণের মাধ্যমে উন্নয়নের গতিকে স্বচ্ছতার সহিত ত্বরান্বিত করুন।

ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গীকার

১। প্রতিটি পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয় জল প্রদান। ২। প্রতিটি পরিবারে শৌচাগারের অঙ্গীকার।
৩। প্রতিটি রাস্তা ঢালাই -এর অঙ্গীকার। ৪। PMAY নথীভুক্ত পরিবারকে গৃহ প্রদান।
৫। প্রতিটি মানুষকে পঞ্চায়েত অফিস থেকে সুষ্ঠ পরিষেবা ও তথ্য প্রদান। ৬। মানুষকে ন্যায় প্রদান।
৭। প্রতিটি মানুষকে সংসদমুখী করে তোলা।

এই পঞ্চায়েত আপনার।
আপনার চিন্তা ভাবনায়
আপনার মানব সম্পদের সাহায্যে
সমৃদ্ধ হোক এই পঞ্চায়েত।
এই পঞ্চায়েত এলাকায় উন্নয়ন
আপনিই করবেন।
।। পঞ্চায়েত শুধুমাত্র সাহায্য করবে ।।

উমা ভুঞ্যা	অশেষ পড়িয়া	সেক রেজাক
উপ-প্রধান	*নির্বাহী সহায়ক*	*প্রধান*
ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত	ভগবানপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

অক্ষরধাম মন্দির

● নারায়ণচন্দ্র বেরা
প্রাক্তন শিক্ষক, পোড়াচিংড়া জি. এ. বিদ্যাপিঠ

ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ, এর জলবায়ু-মাটি ঐ সঙ্গে মানুষের চেতনা সবই এই রসে সম্পৃক্ত। তাই এই পবিত্র ভারতভূমিতে যুগে যুগে বহু মহান পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। এই পূণ্য ভূমিতে বিভিন্ন হাতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মানুষ কেউ মন্দির, গুরুদ্বার, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি স্থানে নিজ নিজ ধর্মের ধারক বাহক হয়ে ধর্ম পালন করছে।

এরূপ ভারতীয় সংস্কৃতির অনন্য নিদর্শন হিসাবে দিল্লীতে স্বামী নারায়ণ অক্ষরধাম মন্দির অবস্থিত। ভারতীয় শিল্প গরিমা ও মূল্যবোধের অপূর্ব অপরূপ সৌন্দর্যের নিকেতন, এই মন্দির ভারতীয় সংস্কৃতির আলোকে আলোকিত। এই স্মৃতি সৌধের প্রাণ পুরুষ স্বামী নারায়ণ, যিনি ২০০৫ সালে ৬ নভেম্বর, ১০০ একর বিস্তৃত বিশাল পূর্ণভূমি উপর অক্ষরধাম মন্দির নির্মিত করেছেন । এর নির্মাণ কাজ পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে স্বামী মহারাজার অনুপ্রেরণায়। এই পবিত্র মন্দির শান্তি, সৌন্দর্য আনন্দ ও স্বর্গীয় সুষমা বিকিরণ করছে।

এই মন্দিরের দশটি সুন্দর প্রবেশ দ্বার বা গেট আছে। যা ভারতীয় সংস্কৃতিতে বর্ণিত দশটি দিক স্মারক রূপে দর্শনার্থীর অন্তরে এক ভক্তি ভাব জাগরিত করে। ঈশ্বর এবং তাঁর ভক্তবৃন্দের উপাসনার স্থল এই মন্দির প্রাঙ্গণ। ২০৮ টি ভাস্কর্য শোভা পাচ্ছে এই সব দ্বারে। ময়ূর দ্বার যা ভারতের জাতীয় পাখীর ময়ূর অনুকরনে ৮৬৯ টি ময়ূর খোদাই করা হয়েছে। এর মাঝে রয়েছে ভগবান স্বামী নারায়ণের পবিত্র পদচিহ্ন যা কেবল পাথরে খোদাই করা ১৬ টি দিব্য চিহ্ন ধারণ করছে। সমগ্র প্রাঙ্গণের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হলো গোলাপী পাথর ও শ্বেত পাথর নির্মিত ১৪১ ফিট উচ্চতা, ৩১৬ ফিট চাওড়া এবং ৩৬৫ ফিট দীর্ঘ মন্দিরে সূক্ষ কারুকার্য এবং ২৩৪ টি স্তম্ভ ও ৯ টি জমকালো গোম্বুজ, ২০ ফিট চূড়া এবং ২০ হাজারের বেশী অ পূর্ব সুন্দর ভাস্কর্য। এই মন্দিরে কোনরূপ ইস্পাত ব্যবহার না করে তৈরী হয়েছে। এই মন্দির প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য কীর্তির ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে ভগবান স্বামী নারায়ণের ১১ ফিট উঁচু স্বর্ণ প্রলেপ যুক্ত উপবিষ্ট প্রশান্ত মূর্তি, তাঁর দু-পাশে রয়েছেন, শ্রী রাধাকৃষ্ণ, শ্রীরাম- সীতা, শ্রীলক্ষী -নারায়ণ এবং পার্বতী- শিব। এই মন্দিরের বাহিরে দিকে প্রাচীর হল ম্যান্ডোভার ৬১১ ফিট লম্বা এবং ২৫ ফিট উঁচু ৪২৮৭ টি অপূর্ব খোদাই করা পাথর দিয়ে তৈরী। এই প্রাচীরে গায়ে রযেছে ৪৮ টি গণেশ মূর্তি ভারতের বিভিন্ন মহর্ষি সাধু ভক্তবৃন্দ আচার্য এবং অবতারগণের দুই শতাধিক ভাস্কর্য বিদ্যমান। অক্ষরধাম মন্দিরটি দাঁড়িয়ে আছে ১০৭০ ফিট লম্বা গজেন্দ্র পীঠ এর উপর। এখানে ১৪৮ টি পাথরে খোদাই হাতি, মানুষজন, পশুপাখীর অসংখ্য পাথর মূর্তি যাদের মোট ওজন ৩০০ টনের বেশী। ভারতীয় সংস্কৃতিকে হাতি ও প্রকৃতির এ যেন এক অপরূপ শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এখানে অনেকগুলি হলঘর আছে। বিভিন্ন হলগুলিতে দর্শন করার জন্য আলাদা পথনির্দিষ্ট। যেমন হলঘর (১) নাম - সহজানন্দ। দর্শন সময় ৫০ মিনিট, এখানে আলো ও ধ্বনির সাহায্যে দেখানো হয় ভগবান স্বামী নারায়ণের জীবন আলেখ্য, হলঘর (২) নাম- নীলকণ্ঠ দর্শন এর সময় ৪০ মিনিট এখানে

পর্দার আকৃতি ৮৫ ফিট x ৬৫ ফিট বাল যোগী নীলকণ্ঠ বর্ণীর জীবনের সত্য ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। দর্শকরা এখানে দেখতে পাবেন যা ভারতের ১০৮ টি জায়গায় ছবির শুটিং হয়েছে। হিমালয়ের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র দেখা যায় যা দর্শকগণ প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করে। পরের হলঘরের নাম-সংস্কৃতি বিহার, এর সময় ১৫ মিনিট। এই সময়ের মধ্যে নৌকা বিহার দশহাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল গাথা দেখা যায়। পৃথিবীর প্রাচীনতম বৈদিক গ্রাম, বাজার ও বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তক্ষশিলার ভিতর দিয়ে জানা যায় প্রাচীন ভারতের প্রাচীন, ঋষি-বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের কথা জীবন্ত বলে মনে হবে। প্রাচীন ভারত ও বর্তমান ভারতের সামাজিক কৃষ্টি, সংস্কৃতি যেন এক অদৃশ্য সূতার মালায় গাঁথা রয়েছে। এরপর যজ্ঞ পুরুষ কুন্ড এবং সঙ্গীতময় ফোয়ারা দেখা যায়। প্রাচীন ঐতিহ্যশালী এক কুন্ড যার আয়তন তিনশ ফিট, এর কেন্দ্রস্থলে একটি বর্ণময় সঙ্গীত মুখর ফোয়ারা, সঙ্গীতের তালে তালে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এর কাছে রয়েছে নারায়ণ সরোবর, কাছে নীলকণ্ঠ বর্ণির ২৭ ফিট উঁচু ধাতব মূর্তি। লাল পাথর তৈরী আকর্ষণীয় দ্বিতল কোলোনেইড মন্দির কে ঘিরে রয়েছে। কারুকার্য মণ্ডিত প্রতিটি তল তিন হাজার ফিট লম্বা রয়েছে ১১৫২ টি স্তম্ভ নির্ভর আচ্ছাদন ও দেখার জন্য আছে ১৪৫ জানালা। এর কাছে আছে এক সুন্দর বাগান। মন্দিরের উল্টো দিকে আছে সবুজ ঘাসের লন এবং কয়েকটি ব্রোঞ্জ মূর্তি আছে। এখানে আছে বারটি ঘোড়াটানা সূর্যরথ এবং ষোলো হরিণ যুক্ত চন্দ্ররথ, বিভিন্ন মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীর মূর্তি।

এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে মনে হবে যেন এক পুণ্যতীর্থ ক্ষেত্রে বিচরণ করছি। এখানে সর্বজনীন মূল্যবোধ যা অহিংসা, সততা ও বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির প্রাঙ্গণে মনে হবে এক শান্ত, গরিমাযুক্ত দিব্য পরিবেশ বিরাজ করছে দর্শকগন খুঁজে পায় শান্তিময় অপূর্ব পরিবেশ যা বর্তমান সমাজে একান্ত প্রয়োজন। নিঃস্বার্থভাবে সমাজের মানব কল্যাণে জীব সেবাই শিব সেবা। এই প্রাঙ্গণ থেকে বহিরে এলে দর্শকগণ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে পবিত্র মূল্যবোধের আলোকে মানবকল্যাণমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করার প্রেরণা পায়।

মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং- ১৬৫ মিড্ ঃঃ তাং ০৭/০১৯৬১

গ্রাম-মির্জাপুর ❁ পোস্ট-কাজলাগড় ❁ জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর

- ❁ কৃষক আমাদের শক্তি।
- ❁ ভূমি আমাদের ভিত্তি।।
- ❁ সৃজন শক্তি আমাদের প্রেরণা।
- ❁ কর্মনিষ্ঠা আমাদের ভরসা।।

মির্জাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে এলাকার সমস্ত শ্রেণির মানুষদের জানাই সমবায়ী অভিনন্দন ও প্রীতি শুভেচ্ছা।

পরিচালক সমিতির সদস্য/সদস্যাবৃন্দ

সত্যব্রত শেঠ-*সভাপতি*, অলোকবরণ বাড়ই-*সম্পাদক*, মানস কুমার জানা-*সদস্য*
সুকুমার খাঁন-*প্রাক্তন সদস্য*, অমিয় কুমার মাইতি-*সহ সভাপতি*, অতনু পণ্ডিত-*সুপারভাইজার*,
মুজিবর মল্লিক-*সদস্য*, কমলাকান্ত পাত্র-*সদস্য*, প্রসেনজিৎ হাতি-*সদস্য*,
মৃণালকান্তি মাইতি-*প্রাক্তন সদস্য*, কাবেরী বাড়ই-*সদস্যা*,
রবীনচন্দ্র শেঠ-*পিওন*, সন্দীপন দাস-*ম্যানেজার*, রিঙ্কু শেঠ-*কর্মচারী*।

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

দীপ্তা স্টোর্স

ভূষিমাল ষ্টেসনারী

বিঃ দ্রঃ-পতঞ্জলীর সমস্ত প্রোডাক্ট পাওয়া যায়।

দীপ্তা গ্যাস সার্ভিস সেন্টার

এখানে গ্যাসের সমস্ত রকম পার্টস
পাওয়া যায় এবং গ্যাস ওভেন
সার্ভিসিং করা হয়।

বাজকুল (এগরা রোড) ❁ পূর্ব মেদিনীপুর

M-9609180012

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জরুরি ফোন নম্বর

পুলিশ সুপার	০৩২২৮ ২৬৯ ৫৮০
অতিরিক্ত পুলিস সপার (হেডকোয়ার্টার)	০৩২২৮ ২৬৯ ৭৬৩
তমলুক মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬৩
সিআই তমলুক	০৩২২৮ ২৬৬ ০৬১
সিআই নন্দকুমার	০৩২২৮ ২৭৫ ২৫৫
তমলুক থানা	০৩২২৮ ২৭০ ১৩৫
কোলাঘাট থানা	০৩২২৮ ২৫০ ৪৮৮
কোলাঘাট বিট	০৩২২৮ ২৫৬ ২৪৫
নন্দকুমার থানা	০৩২২৮ ২৭৫ ২৪৩
পাঁশকুড়া থানা	০৩২২৮ ২৫২ ২৬৬
ময়না থানা	০৩২২৮ ২৬০ ২৪৪
চণ্ডীপুর থানা	০৩২২৪ - ২৭২ ২৩৭
হলদিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২৪- ২৭৮ ১১৬
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৭৮ ১০৯
সিআই মহিষাদল	২৪০ ২৪২
হলদিয়া থানা	২৫১ ১১২
ভবানিপুর থানা	২৪০ ১১৩
দুর্গাচক থানা	২৫১ ১১১
মহিষাদল থানা	২৪০ ২৩৭
নন্দীগ্রাম থানা	২৩২ ৫৫১
সুতাহাট	২৮১ ৩৪৪
হলদিয়া কোস্টাল থানা	২৬৭ ৭৭৫
মহকুমা পুলিস আধিকারিক	০৩২২০-২৪৫ ২৪৮
সিআই এগরা	২৪৪ ২৫৮
এগরা থানা	২৪৪ ২২১
ভগবানপুর থানা	২৪২ ২৪৩
পটাশপুর থানা	২৭২ ৩৩৫
কাঁথির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার	০৩২২০-২৫৬ ৫৭৩
মহকুমা পুলিশ আধিকারিক	২৫৪ ৪২৫
সিআই ভূপতিনগর	২৭৬ ৩৬৬
সি আই কাঁথি	২৬৭ ০০১
দীঘা থানা	২৬৬ ২২২
মন্দারমনি কোস্টাল থানা	২৬৬ ১২৩
রামনগর থানা	২৬৪ ২৪৯
মারিশদা	২৫০ ৪২৬
ভূপতিনগর	২৭০ ২৩৯
খেজুরি	২৮২ ০০২
কাঁথি মহিলা থানা	২৫৭ ১০০
জুনপুট কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৫
তালপাটি কোস্টাল থানা	২১৭ ০১৪
তমলুক দমকল	০৩২২৮ ২৭০ ৪০৫
কাঁথি দমকল	০৩২২৮ ২৫৫ ২০০

List of Emergency Helpline Numbers All Over in India

Helpline Number	Department
100	Police
101	Fire
102	Ambulance
103	Traffic Police
104	State level Helpline Health
108	Disaster Management/Medical Helpline
112	All in one Emergency Number (General Emergency Department of Telecommunication (DoT)
131	Indian Railway General Enquiry
139	Railway Enquiry
181	Domestic abuse and sexual violence-Women's Helpline
197	Direstic enquiry service
198	Telephone Complaint Booking
1031	Anti Corruption Helpline
1033	Emergency Relief Centre on National Highways
1066	Anti-poison
1071	Air Accident
1072	Train accident
1073	Road Accident/ Traffic Help Line
1090	Anti terror Helpline/Alert All India
1091	Women Helpline in Distress
1092	Earth-quake Help line service
1096	Natural Disaster Control Room
1097	AIDS Helpline
1098	Child Abuse Hotline
1099	Central Accident and Trauma Services
1551	Kisan Call Center
1906	LPG emergency helpline number
1910	Blood Bank Information
1919	Eye Donation/ Eye bank information service
1947	Aadhar Card-UIDAI (unique Idenitification authority of India), (1800-180-1947)
1950	Election Commission of India
1800-11-4000	National Consumer Helpline

৯৩ বছরের পথ চলা ঐতিহ্য আর সাফল্যের নাম-

- আপনার প্রতিষ্ঠান
- আপনার সমবায়।
- আপনার সুরক্ষিত ভবিষ্যৎ।
- কম্পিউটার পরিচালিত উন্নত পরিষেবা যুক্ত ও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত গ্রাহক কেন্দ্র (CSP)
- মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও আই সি. আই. সি. ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত IFSC CODE ICIC 0000106 যুক্ত।

বিভীষণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-১৫৫, তাং-১৯-১২-১৯২৭
পোঃ-বিভীষণপুর ঃঃ জেলা -পূর্ব মেদিনীপুর
Ph.-03220-278314 :: Mob.-8348820517
E-mail.-bibhisonpurskusLtd@gmail.com

আমাদের পরিষেবা

১। সমস্ত রকমের ব্যাঙ্ক পরিষেবা।
২। স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠন ও কর্জ প্রদান।
৩। NSC, KVP, LICI ও স্থায়ী আমানতের বন্ধকীতে কর্জ প্রদান।
৪। পরিবহণ শিল্প, ব্যবসা ও গ্রামীণ কুটির শিল্পে ঋণ প্রদান।
৫। কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ প্রদান।
৬। Cash Credit ঋণ প্রদান।
৭। চেক ক্লিয়ারিং সুবিধা।
৮। লকার এর সুবিধা।
৯। প্রবীন নাগরিকদের জন্য অতিরিক্ত সুদ 0.50%

বিভীষণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

টাইলস্ ও মার্বেল শো-রুম

বিভিন্ন কোম্পানীর টাইলস্

Asian, Cera, Kajaria, Royal Touch, Swastiu, Spyro, Nitco এবং বিভিন্ন কোম্পানী সেনিটারী- Parryware, Hindusthan এর সুলভ ও সস্তা মূল্যে বিক্রয় কেন্দ্র।

রং শো-রুম

Asian Paint, Berger এবং Indigo

কোম্পানীর রং সুলভ ও
সস্তা মূল্যে খুচরা ও পাইকারী
বিক্রয় করা হয়।

শ্রী সুব্রতময় বসু	শ্রী অরুপ সুন্দর পণ্ডা	শ্রী অজিত কুমার দাস
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

প্রথম প্রেম

যদুপতি মান্না, বাজকুল

কয়েক দিন আগের কথা। কোলকাতায় যাচ্ছি ছেলের কাছে। বাসে উঠে এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে। বাসের মধ্যে একটাই সিট ছিল তাও আবার এক ধারে এক বয়স্ক মহিলা বসে আছেন। দেখে মনে হল খুব অভিজাত বাড়ীর মহিলা। দুধে আলতা রং, মাথায় কাঁচা পাকা কোঁকড়ানো চুল, সিঁথিতে সিঁন্দুর, কপালে লালটিপ, হাতে শাঁখা, সোনার বালা, যেন দেখে মনে হচ্ছে দেবীদুর্গা। একবার চোখ ফিরে তাকালাম, যেন মনে হলো কোথায় দেখেছি। বাসের মধ্যে চিন্তা হচ্ছে কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না। আবার মনে হচ্ছে গায় গা লেগে গেল না তো। ভাবলাম অন্য কোথাও গিয়ে বসি, কিন্তু কোথাও আর সিট ছিল না। এই করতে করতে বাস কোলাঘাটের কমলা রেষ্টুরেন্টের কাছে এসে গেল। সকলেই চা, বাথরুম যাওয়ার জন্য নেমে যাচ্ছে, আমি বিনীতভাবে বললাম ম্যাডাম নামবেন উত্তরে ঘাড় নেড়ে না প্রকাশ করলেন। ব্যাগটা একটু দেখবেন আমি চা খেতে যাচ্ছি। সেটাও হাত নেড়ে সম্মতি জানালেন।

চা খাচ্ছি কিন্তু ছেলের কথা আর মনে নেই কখন যাবো কখন ফিরবো। শুধু একটাই কথা কোথায় যেন দেখেছি। এক কাপ চা নিয়ে বাসের দিকে এগিয়ে এলাম। জানালার ধারে এসে চায়ের কাপ এগিয়ে বললাম ম্যাডাম আপনার জন্য চা। কোন প্রতিবাদ না করেই চায়ের কাপ নিলেন। আমি সিটে বসলাম। বাস চলতে শুরু করলো। আর কৌতুহল চেপে রাখতে পারলাম না। ম্যাডাম কোথায় উঠেছেন? আস্তে. বললেন হেঁড়িয়া। ও আমি তো এক সময় ওই স্কুলের ছাত্র ছিলাম, ওদিকে আমার অনেক বন্ধু আছে। তিন বছরে বোডিং-এ ছিলাম তো। একটা মেয়েকেও চিনতাম। তবে অনেক নিচু ক্লাসে পড়ত। ফ্রক পরতো। গায়ের রং ছিল দুধে আলতা। খুব ছটপটে ছিল। প্রতিদিন নূতন নূতন রিবন পরে আসত। আমার চোখে ছিল অত্যন্ত সুন্দরী। প্রতিদিন আমাদের বোডিং -এর কাছ দিয়ে স্কুল যেত। গেটে দাঁড়িয়ে একবার অন্তত চোখ বিনিময় হতো, তিন বছর ছাত্র জীবনে শুধু দেখেই গেছি, কখনো বলতে পারিনি।

এইভাবে চলে এলো স্কুল থেকে বিদায় নেবার পালা। যাওয়ার দিন এত করে খোঁজলাম কিন্তু কোথাও পেলাম না। কোথায় যেন হারিয়ে গেল। তারপর বাইরে চলে গেলাম পড়তে। তারপর চাকরি সূত্রে বাইরে ঘুরলাম। অনেক বছরের অনুপস্থিতিতে মন থেকে হারিয়ে গেল। কোন কিছু আর মনে নেই।

আমি চুপ করে আছি, শুধু তাকিয়ে আছি তার মুখের দিকে। অনেক পরে বলল আমিও আপনাদের বোর্ডিং-এ একটা ছেলেকে চিনতাম। ছিপ ছিপে লম্বা ফর্সা, চোখে চশমা, সুন্দর সুন্দর জামা পরতো, ভালো ভলি খেলতো। আমরা তার খেলা দেখার জন্য স্কুল ছুটির পর কলে জল আনতে যেতাম। মনে মনে তাকে ভালো লাগতো। বয়স কম ছিল তাই চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এখন আর সে সব মনে নেই। স্বামীর সঙ্গে চেন্নাইতে থাকি। স্বামী অবসর নিয়েছে। ছেলে চাকরী সূত্রে চেন্নাই থেকে কোলকাতা এসেছে। তার সংঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। কয়েক দিন বাবার বাড়ি এসেছি। আবার চলে যাবো চেন্নাই, হয়তো আর কোন দিন দেখা হবে না।আর চেপে রাখতে পারলাম না। সীমা তুমি! আমার হাত দুটো কাঁপছে। চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়েছে। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা।

সীমা তোমার হাত দুটো ধরবো। খুব নীরবে হাত দুটো আমার হাতের উপর রেখে বলল ভুলে যাও। আর কোন কথা বলতে পারলো না চোখ দিয়ে শুধু জল গড়িয়ে হাত দুটো ভিজে গেল। কয়েক সেকেণ্ড কেউ কিছু কথা বলতে পারছি না। মনে হচ্ছে পৃথিবীটা খুব ছোট হয়ে গেছে।

জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক মূহূর্তের জন্য ছোট বেলার সেই স্মৃতি ফিরে পাবো ভাবতে পারিনি। বাস কখন ধর্মতলা এসে গেছে বুঝতেই পারলাম না। বাস থেকে সমস্ত যাত্রী নেমে তাও বুঝতে পারিনি। বাবু বাস এসে গেছে কন্ডাকটরের ডাকে বুঝতে পারলাম।

মিলন মেলার শুভেচ্ছায়

খেজুরী-২ পঞ্চায়েত সমিতি

জনকা ঃঃ খেজুরী ঃঃ পূর্ব মেদিনীপুর

মা-মাটি-মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পশ্চিমবঙ্গকে গড়ে তোলার শরিক হয়ে আমরা খেজুরী-২ পঞ্চায়েত সমিতি নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি নিষ্ঠার সঙ্গে রূপায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আমাদের লক্ষ্য

- সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল রূপায়নে প্রতিটি শিশুকে শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসা।
- সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসচেতনতার মান বৃদ্ধি করা।
- সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ও ভূমিহীনদের নিজ গৃহ নিজ বাস প্রকল্পের সফল রূপায়ন।
- কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নয়ণ ও গুচ্ছ বীমা প্রকল্প গ্রহণ। কৃষি ও সেচ ব্যবস্থাকে গণমুখী করা।
- বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট ও পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের মাধ্যমে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সের ছাত্রীদের 'কন্যাশ্রী' প্রকল্পের সফল রূপায়ন করা।
- মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ার স্বপ্নের প্রকল্প 'যুবশ্রী' কে সফলতা দান করা।
- স্ব-সহায়ক দলগুলিকে আরো বেশি-স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
- দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ গতিশীল পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে সমস্ত নাগরিকদের সুস্থ পরিষেবা প্রদান করা।
- রূপশ্রী প্রকল্পের ব্যবস্থাপন করা।
- ডিজিট্যাল রেশন কার্ড প্রদানের মাধ্যমে খাদ্য সুরক্ষায় সহায়তা করা।
- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষিতে উৎসাহ প্রদান করা এবং বীমা যোজনার আওতায় আনা।

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাসহ

ত্রিভুবন নাথ

~~রাজা সিং বিষ্টি~~
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
খেজুরী-২ ব্লক

সুতৃষ্ণা প্রামাণিক
সহকারী সভাপতি

অসীম মণ্ডল
সভাপতি

খেজুরী-২ পঞ্চায়েত সমিতি

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বনির্ভরতায় ৫১ বছরের ধারাবাহিকতা-

কন্টাই কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রেজিঃ নং-10 CONT/Dt-01.02.1967● রেজিঃ হেড অফিস ও পোস্ট ঃ কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর

দূরাভাষ ঃ ০৩২২০-২৫৫১৮৪/২৫৭০৫৩/২৫৭৯৪৭ ● ই-মেল contaicardbltd@gmail.com ● Web : ccardbltd.com

কৃষি, অকৃষি ও পাওয়ার টিলার / ট্রাক্টর লোন

হাউস বিল্ডিং লোন

লকার ফেসিলিটি (শুধুমাত্র কাঁথি শাখাতে)

গো-পালন, ছাগল চাষ ও মাছ চাষ লোন

গোল্ড লোন (শুধুমাত্র কাঁথি শাখাতে)

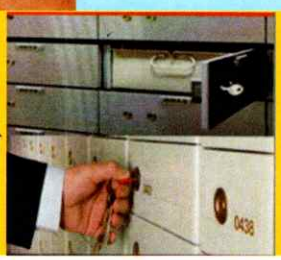

শাখা অফিস ঃ কাঁথি-(০৩২২০) ২৫৫১৫৮, এগরা- (০৩২২০)২৮৮২৪৭, হেঁড়িয়া-(০৩২২০) ২৭৬২২৬, পটাশপুর-(০৩২২০) ২৪২২০৩, রামনগর-(০৩২২০) ২৬৪৩৭৭, ভগবানপুর-(০৩২২০) ২৭২৫৬৯, বাজকুল (সান্ধ্য) (০৩২২০)২৭৪৮৫৫

এছাড়াও পুকুর খোঁড়া, পান বরোজ, গাড়ী লোন ইত্যাদি এবং বিশদ জানতে আজই নিকটবর্তী শাখায় যোগাযোগ করুন।

● নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্ক ● স্বল্প সুদ ● দীর্ঘ মেয়াদী লোন ● স্বল্প সময় বিনিয়োগ
● স্বল্প নথিতে অধিক পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার বন্ধকী লোন

তারকনাথ ভট্টাচার্য্য (মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক)

শুভেন্দু অধিকারী (সভাপতি)

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

ফোন-(০৩২২০) ২৭৪ ৫৭৪

অ্যাপারেল

পুরুষ ও মহিলাদের অত্যাধুনিক
অভিজাত রুচিসম্মত পোষাকের
বিপুল সম্ভার

বাজকুল

তেঠিবাড়ী
রেল গেটের কাছে
হিরো শো-রুমের
দ্বিতলে

ফিরে দেখা-২০১৮

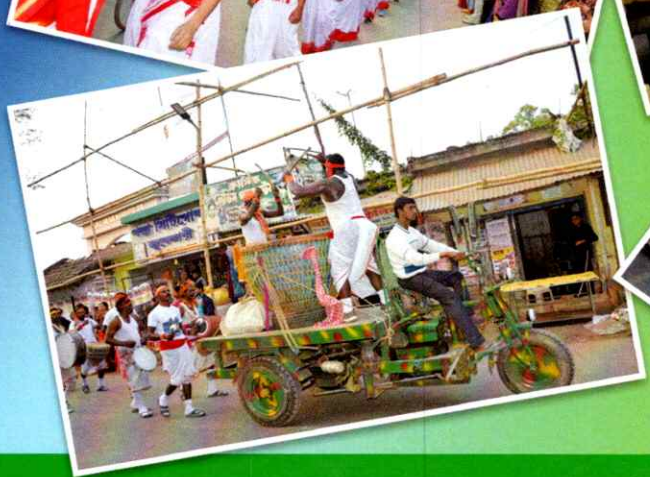

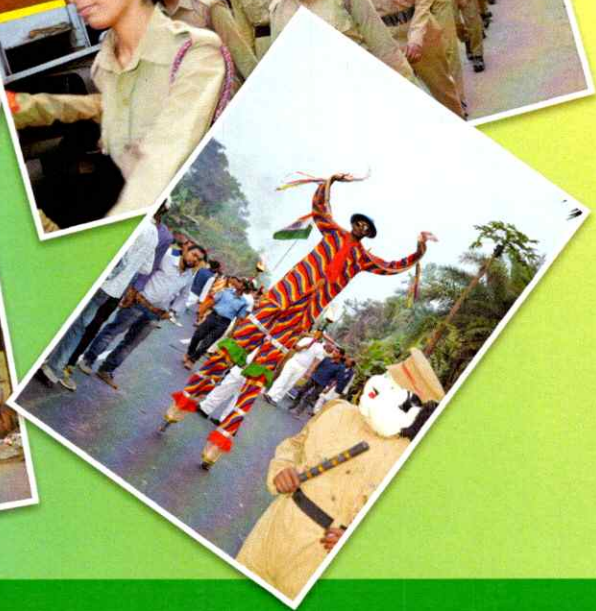

ফিরে দেখা-২০১৮

ফিরে দেখা-২০১৮

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়—

কাঁথি পৌরসভা

কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন-৭২১৪০১

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের প্রয়াসের লক্ষ্যে অঙ্গীকার ও সাফল্যের অনন্য নজির, কাঁথি পৌরসভা।

বর্তমান পৌর বোর্ডের চলতি প্রকল্প সমূহ-

- প্রতিটি বাড়ীতে পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ পুর্নোদ্যমে এগিয়ে চলেছে।
- কাঁথি পৌর এলাকার বৈদ্যুতিকরণের কাজ ও পৃথক বাস, ট্যাক্সি, ট্রাক টার্মিনারের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- শহরের মধ্যস্থলে এবং মেছেদা রাস্তায় অত্যাধুনিক অফিস কাম শপিং কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- পৌর বাজারগুলির আধুনিকীকরণ ও পৌর এলাকা সুসজ্জিত করণের কাজ শেষ পর্যায়ে।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারগুলিতে শৌচাগার নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ।
- দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ সম্পূর্ণ।
- স্বাস্থ্য, পরিষেবা, সহ মাতৃসদন নির্মাণের কাজ চলছে।
- পোলিও, ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু সহ বিভিন্ন রোগ প্রতিষেধকের টীকাকরণ কর্মসূচী চলছে। বার্দ্ধক্যভাতা, বিকলাঙ্গভাতা প্রদানের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে চলেছে।
- জলনিকাশী সহ ড্রেনেজ ব্যবস্থায় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।
- দূষণমুক্ত এলাকা গড়ে তুলতে অত্যাধুনিক প্রক্রিয়া প্রচলন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
- শহরের মধ্যে রিক্সা চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধিত রিক্সা ভাড়া চালু হয়েছে।
- শহরের দূষণমুক্ত করতে পলিথিন প্যাক ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

বোর্ড অফ কাউন্সিলারের পক্ষে-

শ্রী সৌমেন্দু অধিকারী

পৌর প্রধান, কাঁথি পৌরসভা

ফোন-(০৩২২০) ২৫৫০১৭/২৫৭৩৭৭

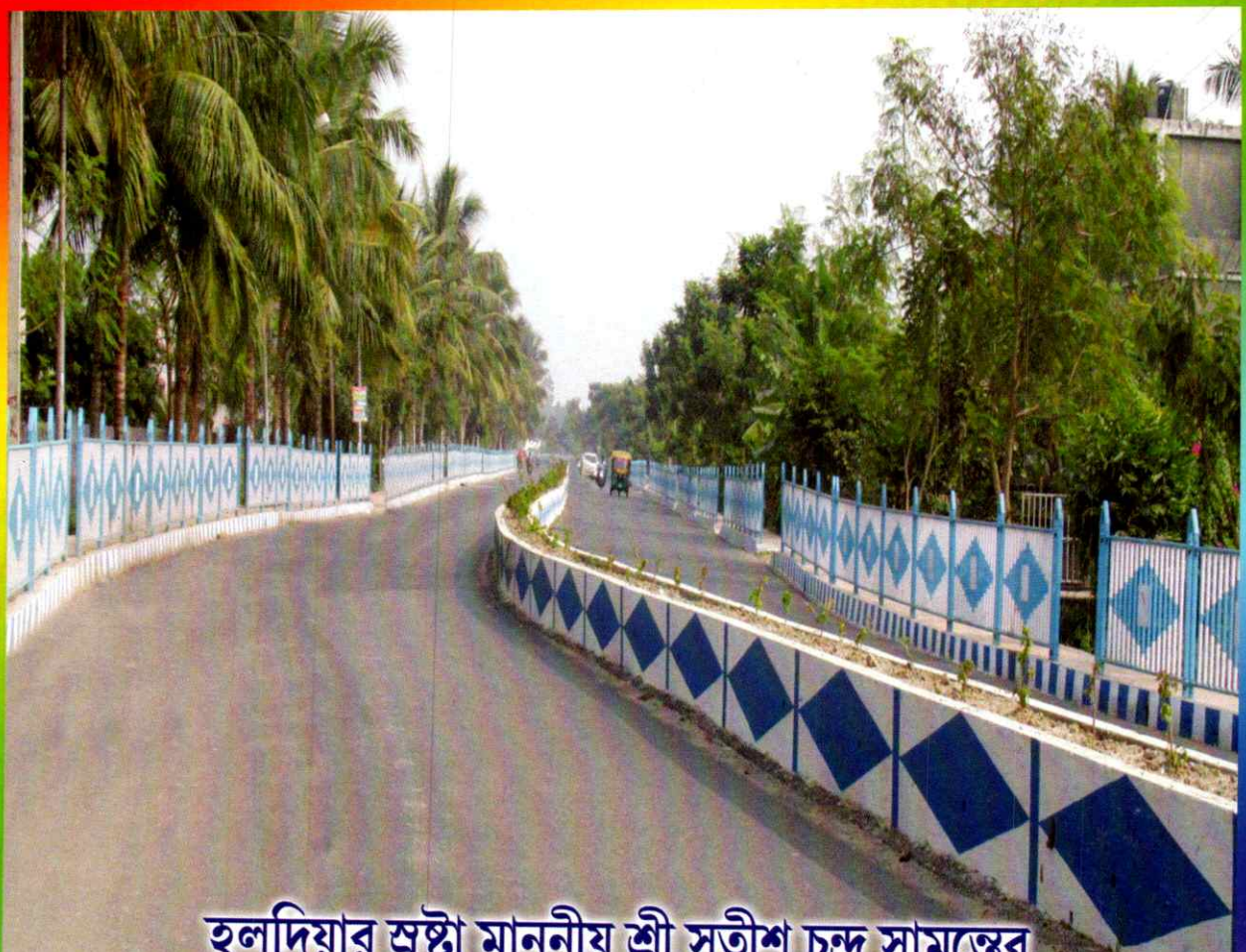

হলদিয়ার স্রষ্টা মাননীয় শ্রী সতীশ চন্দ্র সামন্তের
স্বপ্নের শিল্প নগরী, উন্নয়নের পথে হলদিয়া।
হলদিয়া পৌরসভা নাগরিকদের স্বার্থে সরকারী
প্রকল্প গুলিকে বাস্তবায়িত করে নাগরিকদের পরিষেবায় বদ্ধ পরিকর।
আসুন হলদিয়াকে নতুন ভাবে গড়ে তুলুন, সহায়তা করুন।

হলদিয়া পৌরসভা

ড. বি.আর.আম্বেদকর ভবন, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং
সিটি সেন্টার, দেভোগ, পূর্ব মেদিনীপুর- ৭২১৫৫৭, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন- ০৩২২৪-২৫২৯৯৬ / ২৫৩১০৪ / ২৫২৭১৮
e-mail: hald_muni@yahoo.com / haldiamunicipality@gmail.com website: www.haldiamunicipality.org

মিলন মেলার সাফল্য কামনায়...

মুগবেড়িয়া সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস ঃ মুগবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
দূরভাষ ঃ (০৩২২০) ২৭০২২২/২৭০২২৩/২৭০৭১৫/২৭০৬৫৭/২৭০৮৭৫
ফ্যাক্স ঃ (০৩২২০) ২৭০ ৭১৬, ই-মেল ঃ *mugberiaccb@yahoo.com*
ওয়েবসাইট ঃ *www.mugberiaccbank.com*

আমাদের পরিষেবা

- সকল শাখায় **C.B.S.** পরিষেবা।
- **NEFT/RTGS**-এর সুবিধা।
- আমানতের উপর সর্ব্বোচ্চ সুদ প্রদান।
- ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানত বীমা দ্বারা সুরক্ষিত।
- সহজ শর্তে বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণের সুবিধা।
- সমস্ত শাখায় লকারের সুব্যবস্থা আছে।
- **CTS-2010** চেকের সুবিধা।
- কিছুদিনের মধ্যে **ATM** পরিষেবা চালু।

Net Banking-এর সুবিধা

আপনাদের সেবায় আমাদের শাখাসমূহ

প্রধান শাখা, মুগবেড়িয়া-	(০৩২২০) ২৭০২২৪	জনকা শাখা-	(০৩২২০) ২৮২২৭৫
কাঁথি শাখা-	(০২২০) ২৫৫০৫৩	মাধাখালি (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭০৫৩৫
কলাগেচ্ছিয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৮০০৭৭	হেঁড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৬৩৮৮
ভগবানপুর শাখা-	(০৩২২০) ২৭২২২২	কাঁথি (প্রাতঃ / সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৫৯৬০৩
বাজকুল শাখা-	(০৩২২০) ২৭৪২৫৭	ভগবানপুর (সান্ধ্য) শাখা-	(০৩২২০) ২৭২০০৪
ইটাবেড়িয়া শাখা-	(০৩২২০) ২৭৭০২১	রামনগর শাখা-	(০৩২২০) ২৬৫২২২

সমবায়ী অভিনন্দনসহ-

শ্রী বাসুদেব কর	শ্রী নিতাই ভূঞ্যা	শ্রী অর্দ্ধেন্দু মাইতি, বিধায়ক
মহাপ্রবন্ধক	ভাই-চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান